আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ০২৩

পেশাদার চিকিৎসক তৈরিতে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

মাদক প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদান

দু'টি পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মিশন বার্তার

নতুন যাত্রা শুভ হোক

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ও
আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান

সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এই মেডিকেল কলেজে আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা-শিক্ষা প্রদানের অঙ্গীকার নিয়ে এ বছর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

প্লট-৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

Hotline : 10617, E-mail: info.ammcu@gmail.com, Web: www.ammch.edu.bd, /ahsaniamedicalcollege

আহ্ছানিয়া
মিশন বার্তা

বর্ষ ৪৫ ❑ সংখ্যা ৩ ❑ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

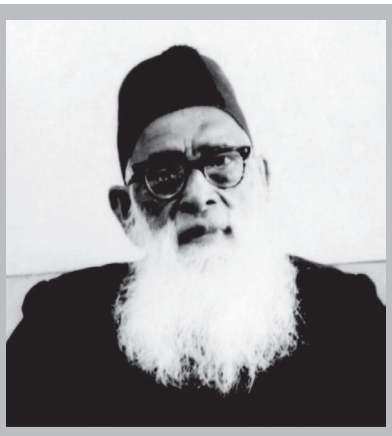

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)
১৮৭৩-১৯৬৫
প্রতিষ্ঠাতা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

সম্পাদকের দপ্তর থেকে

৯০-এর দশক থেকে স্বাস্থ্যসেবায় অবদান রেখে চলেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হলেও এর পরিধি ও মাত্রিকতায় এসেছে পরিবর্ধন। স্বাস্থ্যসেবায় সেবক হিসেবে সর্বপ্রথম যার বা যাদের নাম আসে তারা হলেন চিকিৎসক। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকল্পভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বিশেষ করে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। এবার নতুন করে সংযোজন হয়েছে চিকিৎসক তৈরির কারিগর হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ। বেসরকারি পর্যায়ে সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসক তৈরি করাই এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই সংখ্যায় আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ নিয়ে থাকছে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন।

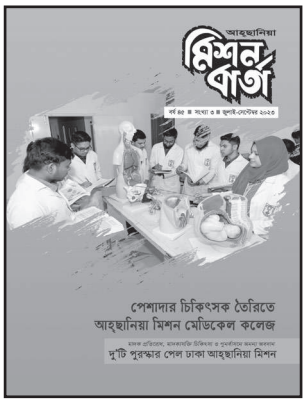

স্বাস্থ্যসেবায় বহুমাত্রিকতার কথা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যার প্রাপ্তি বিভিন্ন সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। বিশেষকরে বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়টি ওঠে এসেছে। এবারও মাদক প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদানের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দু'টি ক্যাটাগরিতে দু'টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি গত ৩০ জুলাই একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পুরস্কার দু'টি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিনিধির কাছে প্রদান করেন।

অন্যদিকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশতবার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে ২০২৩ সাল জুড়ে। এ নিয়েও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও তার অঙ্গসংগঠনগুলো প্রতিমাসে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে আয়োজন করছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের। তার বর্ণনা থাকছে এ সংখ্যাতে।

এছাড়াও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কতৃক মুন্সিগঞ্জে স্পেশালাইজড মাদকাসক্তি ও মানসিক হাসপাতালের উদ্বোধন, পঞ্চগড়ে অবস্থিত আহ্ছানিয়া মিশন শিশুনগরীর ৬ অনাথ শিশুর এসএসসি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হওয়া, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে যশোরে প্রান্তিক নারী রিনার ভাগ্যবদলের গল্পসহ নিয়মিত উপস্থাপনা- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার ও বিবিধ বিষয়ে থাকছে খবর।

মিশনের কার্যক্রম নিয়ে এবারের সংখ্যায় প্রতি সংখ্যার মতো প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক কার্যক্রমের একটি সুন্দর চিত্র ফুটে উঠেছে। যা পাঠকদের কাছে মিশন সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা উপস্থাপন করতে সহযোগিতা করবে।

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম

সম্পাদনা পরিষদ
কাজী আলী রেজা
মো. সাইফুল ইসলাম

গ্রাফিক্স ডিজাইন
মো. আমিনুল হক

মূল্য
২৫ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

প্রতিবেদন ৩
দু'টি পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

প্রচ্ছদ কাহিনী ৪-৬
পেশাদার চিকিৎসক তৈরিতে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ। লিখেছেন- কাজী আরিফুর রহমান

প্রতিবেদন ৭-১৪
স্বাস্থ্য ১৫-১৮
শিক্ষা ১৯-২৪
মানবাধিকার ২৫-২৭
বিবিধ ২৮-২৯

১১
স্পেশালাইজড মাদকাসক্তি ও মানসিক হাসপাতাল উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

১২
অনাথ ৬ বন্ধুর এসএসসি জয়

২২
এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩

২৮
জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯
থেকে কাজী রফিকুল আলম কতৃক প্রকাশিত এবং
প্রাইম আর্ট প্রেস লি., ৪৯/১,পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত।

ফোন : ৪১০২০২৬১, ৪১০২০২৬৩-৫
ই-মেইল : dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
ওয়েবসাইট : www.ahsaniamission.org.bd

মাদক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল

মাদক প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদান

দু'টি পুরস্কার পেল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মাদক প্রতিরোধ, মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে অনন্য অবদান রাখার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দু'টি পুরস্কার পেয়েছে। মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষ্যে ৩০ জুলাই ২০২৩ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি মাদক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ফারজানা ফেরদৌস পিংকির হাতে নারী

নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ফারজানা ফেরদৌসের হাতে নারী মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য পুরস্কার তুলে দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য এ পুরস্কার তুলে দেন।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাদক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর পরিবেশ, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, কাউন্সেলর, কেস ম্যানেজার ও দক্ষ স্টাফ, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, নিরাপদ পরিবেশ এবং রোগীদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসমূহ বিবেচনায় নিয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনকে এ পুরস্কার প্রদান করে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মো. আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা।

উল্লেখ্য, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ১৯৯০ সাল থেকে মাদকবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ২০০৪ সাল থেকে পুরুষ এবং ২০১৪ সাল থেকে নারী মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিৎসাসেবা প্রদান করছে।

বর্তমানে মিশন গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ এবং যশোরে পুরুষ মাদকাসক্তদের জন্যে তিনটি এবং ঢাকার শ্যামলীতে নারী মাদকাসক্তদের জন্যে একটি কেন্দ্র পরিচালনা করছে।

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের প্রাকটিস ক্লাসে শিক্ষার্থীরা

পেশাদার চিকিৎসক তৈরিতে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

কাজী আরিফুর রহমান

বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যত্নশীল এবং আন্তরিকভাবে পেশাদারী মনোভাবসম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করা আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের মূল লক্ষ্য

পটভূমি

বাংলাদেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু ১৯৮০'র দশকে। ১৯৮৬ সালে প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হিসেবে "বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ" তার যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের যাত্রা শুরু হয় সরকারি মেডিকেল কলেজের পরিপূরক হিসেবে এবং সুশিক্ষিত ও দক্ষ চিকিৎসক তৈরির মাধ্যমে বিপুল জনগোষ্ঠীর সুচিকিৎসা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৩৭ বছরে বাংলাদেশে এক এক করে মোট ৭২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন লাভ করে। যার সর্বশেষটি আমাদের আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ। এ মেডিকেল কলেজটি প্লট-৩, সেক্টর-১০, বেড়িবাঁধ সংলগ্ন, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এ অবস্থিত।

প্রতিষ্ঠা বিবরণী

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক ও সুফি সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালে 'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা' এই লক্ষ্য নিয়ে একটি অলাভজনক সংস্থা হিসেবে 'ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৬২ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ক্ষুদ্রঋণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। এই দর্শন এবং কাজের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে একটি অত্যাধুনিক স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা সম্বলিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৫০০ শয্যা বিশিষ্ট, বর্তমানে ৩৫০ শয্যা অনুমোদিত- যার মধ্যে ২৫০ শয্যা জেনারেল বেড এবং ১০০ শয্যা বিশেষায়িত ক্যান্সার বেড) ঢাকা শহরের, উত্তরায় ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত

হয়। এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিষ্ঠার শুরুতেই দক্ষ ও আন্তর্জাতিকমানের চিকিৎসাসেবা ও চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যে এখানে একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের স্বপ্ন দেখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার কতৃক নির্ধারিত নির্দেশনা পরিপালনের মাধ্যমে ২০২১ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ সরকারের অনুমোদন পেয়ে যাত্রা শুরু করে।

কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের মূল উদ্দেশ্য "সৃষ্টির সেবা"। চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রসার ঘটানো ও সেই সাথে বিশ্বমানের চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যত্নশীল এবং আন্তরিকভাবে পেশাদারী মনোভাব সম্পন্ন দক্ষ চিকিৎসক তৈরি করা আমাদের মূল লক্ষ্য।

কলেজের পরিচালনার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশ ও অনুমোদন অনুসারে একটি ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বডির মাধ্যমে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ পরিচালিত হয় যার চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম, প্রেসিডেন্ট, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের ডিন, বাংলাদেশ সরকারের চিকিৎসা শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতালের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা গভর্নিং বডির সদস্য হিসেবে আছেন।

আমাদের অফার করা কোর্স ও সেবা

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ (এএমএমসি) বিএমএন্ডডিসি দ্বারা অনুমোদিত ৫ বছরের এমবিবিএস কোর্স অফার করে যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এমবিবিএস ডিগ্রি প্রদান করে। আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃক অনুমোদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ প্রথম বছরে এনাটমী, ফিজিওলজি, বায়োকেমেস্ট্রি ও কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। বাকি বিভাগগুলো যেমন- মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি এন্ড অবস ছাড়াও আরো অন্যান্য বিভাগ পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের উদ্বোধনী কেক কাটছেন আমন্ত্রিত অতিথিসহ কলেজের কর্মকর্তাবৃন্দ

আমাদের অনন্য বৈশিষ্টাবলী

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজে আমরা বিশ্বাস করি যে শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, এবং অনুশীলন সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। সূচনা লগ্ন থেকে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ এবং কর্মীরা একটি দল হিসেবে একসাথে কাজ করছে। শিক্ষার্থীরা তাদের অধ্যয়নে আন্তরিকভাবে নিযুক্ত থাকে এবং আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা এবং পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বদা সর্বশেষ চিকিৎসা উদ্ভাবনের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে থাকি।

আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশিষ্ট ফ্যাকাল্টি সদস্য ও চিকিৎসকবৃন্দ, প্রশস্ত লাইব্রেরি, আধুনিক ল্যাবরেটরি, আইটি সুবিধা, জাদুঘর ইত্যাদিসহ অন্যান্য সুবিধা রয়েছে। কলেজটির সাথে সংযুক্ত রয়েছে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতাল, যেখানে রোগীদের জন্য উন্নত চিকিৎসা সুবিধা দেওয়া হয় এবং শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

এনাটমী বিভাগ

এনাটমী বিভাগে এমবিবিএস কোর্সের ১ম এবং ২য় বর্ষের ৫০ জন করে শিক্ষার্থী নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এনাটমী বিভাগে প্রাণীদেহের অভ্যন্তরীন গঠন, বিভিন্ন তন্ত্রের অবস্থান ইত্যাদি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদেরকে সম্মুখ জ্ঞান দেওয়া হয়। এনাটমী বা শরীরস্থান বলতে মানবদেহের শরীরস্থান ছাড়াও আরো উপবিভাগ আছে, যেমন- ভ্রুনবিদ্যা, কলাস্থানবিদ্যা, তুলনামূলক শরীরস্থানবিদ্যা ও তুলনামূলক ভ্রুণবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষার্থীদেরকে পরিপূর্ণ জ্ঞান প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমএন্ডডিসি)'র নির্দেশনা অনুসারে একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, তিনজন প্রভাষক এবং একজন কিউরেটর নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ফিজিওলজি বিভাগ

ফিজিওলজিতে মেডিকেল কোর্সগুলি জীবনের বিভিন্ন উপকরণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয়তা শেখায়। ফিজিওলজি কোর্সগুলি ক্লিনিক্যালি প্রাসঙ্গিক জ্ঞান প্রদান করে থাকে। তাছাড়াও শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক শরীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর জ্ঞান, প্যাথলজি ও ফার্মাকোলজি সম্পর্কেও জ্ঞান প্রদান করে। বিএমএন্ডডিসির নির্দেশনা অনুসারে ফিজিওলজি বিভাগে একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, চারজন প্রভাষক এবং একজন কিউরেটর নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগ

বায়োকেমেস্ট্রি বিভাগ হচ্ছে একটি দ্রুত সম্প্রসারিত বিজ্ঞান এবং এটি চিকিৎসা বিজ্ঞানের অন্যতম প্রভাবশালী ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এমবিবিএস-এর শিক্ষার্থীদের বায়োকেমিস্ট্রি শেখানোর শিক্ষাগত উদ্দেশ্যগুলি মূলত তাদের রোগ এবং স্বাস্থ্যে ও জৈব রাসায়নিক এবং আণবিক ভিত্তি সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করা। শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র বায়োকেমেস্ট্রি এবং মলিকুলার বায়োলজির মৌলিক ধারণার জ্ঞান অর্জন করে না বরং প্রায়োগিক শিক্ষার উপর জ্ঞান অর্জন করে। বিএমএন্ডডিসির নির্দেশনা অনুসারে একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং তিনজন প্রভাষক নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

কমিউনিটি মেডিসিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগ

কমিউনিটি মেডিসিন ও পাবলিক হেলথ বিভাগ ৪র্থ বর্ষের (তৃতীয় পর্যায়ে) এমবিবিএস কোর্সের মেডিকেল শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এটি দেশের কমিউনিটি স্বাস্থ্য চাহিদা ও মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করে। প্রয়োজনভিত্তিক চিকিৎসা শিক্ষা প্রদান করা যার মধ্যে রয়েছে সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যাগুলির ওপর মহামারী সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করা। বিএমএন্ডডিসির নির্দেশনা অনুসারে একজন অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক নিয়ে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পরীক্ষাগার

বর্তমানে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের তিনটি আধুনিক চিকিৎসা শিক্ষা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত পরীক্ষাগার রয়েছে। এটি শিক্ষার্থীদের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা এবং উন্নততর যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা পদ্ধতি অনুধাবন করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। সর্বোত্তম স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ, চিকিৎসাসেবা প্রদান এবং রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করে।

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের প্রবেশপথ

লাইব্রেরী এবং ই-লাইব্রেরী

কলেজ লাইব্রেরীটি অত্যন্ত প্রশস্ত, সুসজ্জিত এবং আরামদায়ক ব্যবস্থাসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। একাডেমিক ভবনের ১২ তলায়-এর অবস্থান। লাইব্রেরীতে মেডিকেল কলেজের বই, রেফারেন্স বই, মনোগ্রাফ এবং বিভিন্ন বিষয়ের জার্নাল রয়েছে। শিক্ষকদের জন্য আলাদাভাবে বসার ব্যবস্থা আছে। কম্পিউটার সুবিধাসম্পন্ন একটি আধুনিক ই-লাইব্রেরী রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার সুবিধার্তে সকাল ৮.৩০ হতে রাত ৮.০০ টা পর্যন্ত লাইব্রেরী খোলা থাকে।

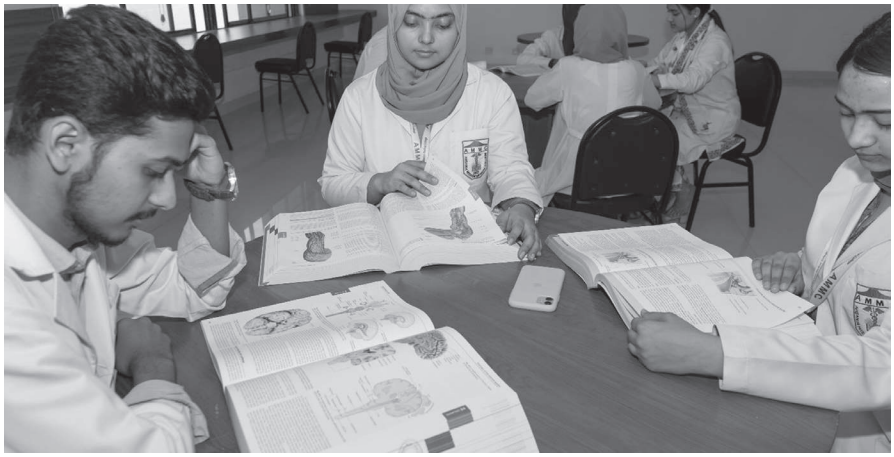

লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা

ছাত্র-ছাত্রীদের আবাসন

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য পৃথক ছাত্র ও ছাত্রী নিবাস রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী নিবাসে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসন সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে।

ক্যান্টিন ও ক্যাফেটেরিয়া

ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কলেজ ক্যাম্পাসে ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও হাসপাতাল ভবনে সুপ্রসস্ত ক্যান্টিন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যেখানে সকলের জন্য অত্যন্ত উন্নতমানের ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়।

ভবিষ্যত পরিপল্পনা

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য ঢাকাস্থ আশুলিয়ায় ১২ বিঘা নিজস্ব জমি রয়েছে। সেখানে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্মলিত আন্তর্জাতিক মানের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য আধুনিক ও উন্নততর চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ চিকিৎসক সৃষ্টি করাই আমাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যার মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব হাসপাতালের চিকিৎসক প্যানেল তৈরি করাসহ দেশ ও জাতির চিকিৎসা স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে একটি আন্তর্জাতিক মানসম্মত, গ্রহণযোগ্য ও স্বনামধন্য চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের নাম বিবেচ্য হবে।

কাজী আরিফুর রহমান, ডেপুটি ডিরেক্টর
আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজ

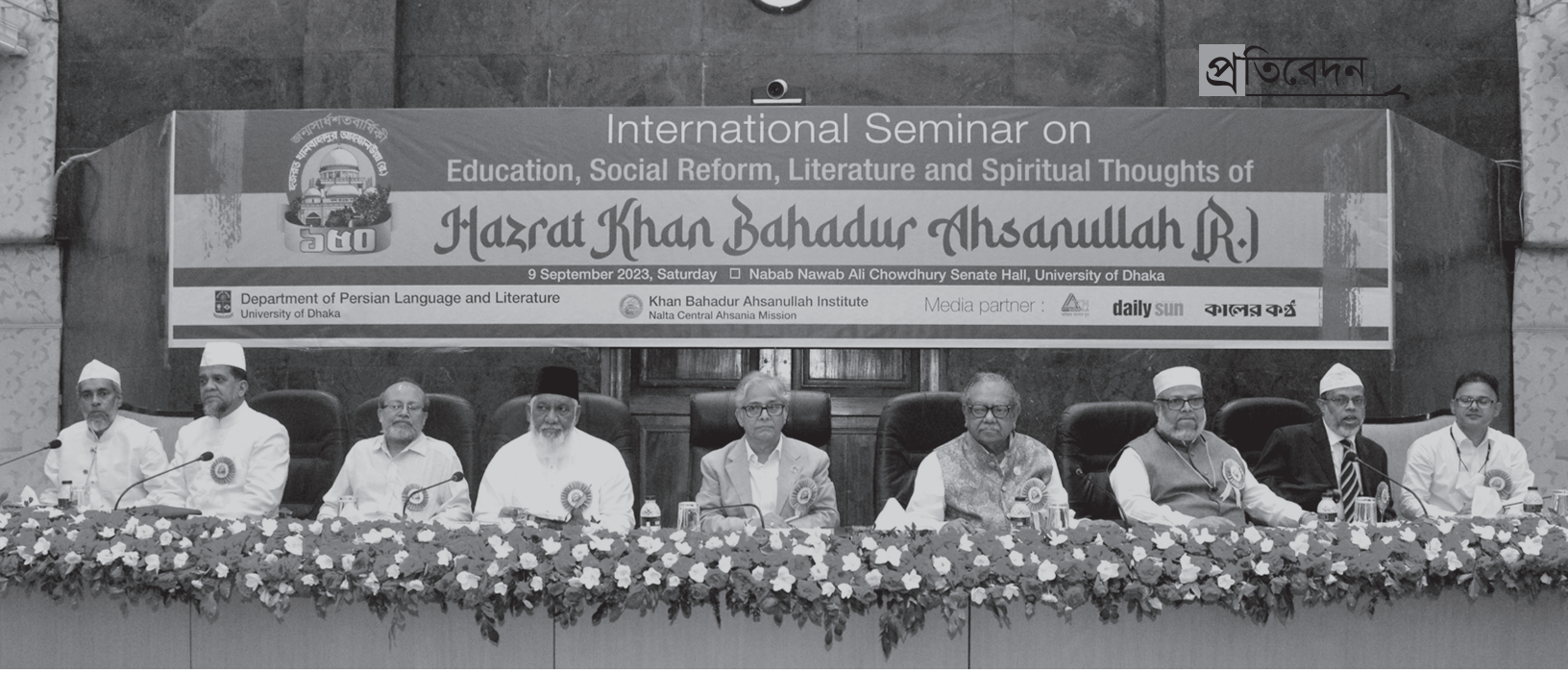

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর সমাজ সংস্কার ও আধ্যাত্মিক ভাবনা নিয়ে ঢাবিতে সেমিনার

উপমহাদেশের খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ ও গবেষক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন মিলনায়তনে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, সাহিত্য ও আধ্যাত্মিক ভাবনা' শীর্ষক দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই সেমিনারের উদ্বোধন করেন। পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি অধ্যাপক ডা. আ.ফ.ম রুহুল হক, ঢাবির দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. শাহ্ কাওসার মুস্তফা আবুলউলায়ী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার আশুতোষ (চেয়ার) অধ্যাপক ড. অমিত দে, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুল মজিদ এবং খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক এএফএম এনামুল হক।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর অসাম্প্রদায়িক, মানবিক মূল্যবোধ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে দর্শনের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই উপমহাদেশে শিক্ষার প্রসার ও সমাজ সংস্কারে তার অসাধারণ অবদান রয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর দর্শন সব মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তিনি সমাজের সব ধর্ম ও গোত্রের মানুষকে সমভাবে সেবা প্রদান করেছেন এবং ভালোবেসেছেন। সমাজে যে উগ্র ধারা রয়েছে তাকে দমন করার জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর সুফিবাদী চিন্তাদর্শন ভূমিকা রাখবে বলে উপাচার্য উল্লেখ করেন। উপাচার্য আরো বলেন, সম্প্রীতিময় সমাজ বিনির্মাণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর অবদান ও তার জীবনকর্ম মানুষের মাঝে তুলে ধরতে হবে। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ, বেকার হোস্টেল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তার অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে নাথান কমিশনের সদস্য ছিলেন। তার জীবন ও কর্ম নিয়ে ভবিষ্যতে অধিকতর গবেষণা হবে বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর সাহিত্যকর্ম, আধ্যাত্মিক চিন্তাভাবনা ও দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি উপাচার্য আহ্বান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে পিএইচপি ফ্যামিলির চেয়ারম্যান সুফি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন, মানুষ হিসেবে আমাদের হতে হবে বিনয়ী, অল্পভাষী, সত্যবাদী ও পরোপকারী। রাসুল (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি আমার বন্ধু নয় যে পেটপুরে খেল কিন্তু তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকল। এজন্য শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবলে সে মানুষ হতে পারে না। অপরকে সাহায্য করা, শ্রদ্ধা ও সম্মান করার মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ ও তার রাসুলের ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব। সেমিনারে দেশ-বিদেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্বাস্থ্যভাবনা

ডা. সুব্রত মিস্ত্রী

সুফি সাধক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)কে আমরা একজন আধ্যাত্মিক পুরুষ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী হিসেবে বিশেষভাবে জানি। তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতে প্রথম ভারতীয় হিসেবে শিক্ষা বিভাগে সহকারী-পরিচালক পদে কর্মসম্পাদন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম সিনেটর হিসেবে তিনি এক দৃষ্টান্ত। তাই সরকারের শিক্ষা বিভাগে তাঁর কর্মপরিধি ছিল ব্যাপক, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অগণিত স্কুল, মক্তব-মাদ্রাসা। শিক্ষা বিস্তারে অবদান তাঁর জীবনের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে যা অনেকেই গবেষণা করেছেন এবং বিচার বিশ্লেষণ করেছেন।

পরবর্তীতে আহ্ছানিয়া মিশনের তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেশ কিছু স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান। তাই একজন চিকিৎসক হিসেবে আমি চেষ্টা করেছি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এঁর স্বাস্থ্য বিষয়ে চিন্তা ভাবনাসমূহকে একটু খুঁজে বের করতে। গবেষণাধর্মী কাজের এই ছোট্ট প্রয়াস 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবের স্বাস্থ্যভাবনা' শীর্ষক এই আলোচনা।

আহ্ছানউল্লা সাহেবের লিখিত প্রায় ৮৮টি গ্রন্থের মধ্য থেকে 'আমার জীবনধারা' গ্রন্থ অবলম্বনে তাঁর নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি ধারনা পাওয়া যায় যা আমার পূর্বের একটি প্রবন্ধ 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্বাস্থ্য, ভ্রমণ ও কিছু তথ্য' শীর্ষক লেখায় উল্লেখ করেছি। সেখানে দেখা যাচ্ছে কৈশরে ও প্রাক যৌবনে তিনি বিভিন্ন সময় অসুস্থ্য হয়েছেন। বিশেষত তৎকালে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড এবং অজানা জ্বরের প্রাদূর্ভাব ছিল এবং তিনি এই সব রোগে বেশ ভুগেছেন। কিন্তু যৌবনের পরে এবং প্রাক পৌঢ়ত্বের সময়কালে তেমন অসুস্থ ছিলেন না। ঐ সময় তাঁর বিভিন্ন লেখনি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি সেখানে স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁর উপদেশসমূহ ও বিভিন্ন রোগ বিশেষত ক্ষয় রোগ সম্পর্কে লেখা আমাকে বিস্মিত করেছে। তিনি যে কতবড় একজন পণ্ডিত ও একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি ছিলেন যা অনেকেই মূল্যায়ন করেছেন।

সেই যুগে তার স্বাস্থ্য বিষয়ক জ্ঞানের কিছু নমুনা আমি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্য থেকে সংকলন করেছি।

অনেকগুলো গ্রন্থের মধ্যে একটি 'মানবের পরম শত্রু' এই গ্রন্থের আলোকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্বাস্থ্যভাবনা খানিকটা আলোচনা করেছি।

তিনি বলেছেন 'প্রত্যেক বৎসর প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উপযুক্ত ডাক্তার কতৃক ছাত্র ও ছাত্রীদের পরীক্ষা করা আবশ্যক' যা সুস্থ্য থাকার জন্য অতীব প্রয়োজন। বাৎসরিক Health Checkup-এর ধারণা তাও আবার স্কুল পর্যায়ে সেই যুগেই তিনি চিন্তা করেছিলেন।

তিনি বলছেন 'যে সকল শিক্ষক ব্যায়াম ও ছাত্রনিবাস তত্ত্বাবধান করেন, তাহাদিগকে স্বাস্থের বৈজ্ঞানিক নিয়মাবলী ভালভাবে জানিয়া রাখা উচিত'। অর্থাৎ Physical instructor Teacher-দের স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা তিনি চিন্তা করেছেন।

সুস্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য- যাহা ভিটামিন সমৃদ্ধ যেমন দুগ্ধ, মাংস, ডিম, মাখন, পনির, আলু, টমেটো, বাধাকপি, কলা, কমলা, আম, মধু ইত্যাদি সর্বাপেক্ষা উত্তম।

শরীর রক্ষার জন্য নির্মল বায়ু, বিশুদ্ধ জল ও পুষ্টিকর খাদ্য আবশ্যক।

তিনি আরো বলেছেন- "বিলাসিতা, অপচয় ও কুরীতি সকল অমঙ্গলের মূলীভূত কারণ। আমাদেরই অসাবধানতার জন্য রোগের সৃষ্টি এজন্য বিধাতার উপর দোষ ন্যাস্ত করিয়া সেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করা মহাপাপ"। ধর্মীয় গোড়ামীর উর্ধ্বে এইরকম বিজ্ঞানমনস্ক বক্তব্য আমাদের অনুপ্রাণিত করে এবং আমরা মুগ্ধ হই।

এইবারে আসি আমি ক্ষয়রোগ (Tuberculosis) সম্বন্ধে 'মানবের পরম শত্রু' গ্রন্থে তাঁর বিশদ আলোচনা সম্পর্কে।

তিনি লিখছেন- 'ক্ষয় বীজানুর সংক্রামনে ইহার উৎপত্তি। বীজানু অতি সুক্ষ দন্ডের ন্যায় দুই ভাগে বিভক্ত- মানব ও গোজাতীয়। (Human & Bovine) মানবজাতীয় বীজানু এক শরীর হইতে অন্য শরীরে বিস্তৃত হয় বিশেষত এক পরিবারের বালক বালিকাদিগের মধ্যে'।

তৎকালে ক্ষয়রোগ অর্থাৎ Tuberculosis

একটি দুরারোগ্য মরণব্যাধি হিসেবে মহামারী আকার ধারণ করেছিল তাই এই রোগ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এঁর আগ্রহ এবং সবিস্তারিত লেখা চিকিৎসক হিসেবে আমাকে আর্কষণ করেছে। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখছেন 'ক্ষয় রোগের মধ্যে যক্ষা যাহা হাচি, কাশির দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বীজানু প্রধানত নিশ্বাস দ্বারা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে।'

এই যক্ষা রোগের পূর্বলক্ষণ, রোগীর পূর্বাবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে Tuberculosis-এর লক্ষণসমূহ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষত কফ পরীক্ষা, বুকের X-ray-এর কথা লিখেছেন। বর্তমানে কফের বা যেকোনো আক্রান্ত স্থানের XenXpert Text সুনিশ্চিত Diagnosis হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

ক্ষয়রোগের আরোগ্য বিধান পর্বে তিনি বিশ্রাম, পুষ্টিকর খাদ্য ও স্বাস্থনিবাসে অবস্থানের কথা বলেছেন- মানসিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য অল্প সময়ের জন্য গীত বাদ্য কিংবা ছোট চিঠিপত্র লিখিতে পড়িতে উৎসাহিত করেছেন।

Tuberculosis-এর চিকিৎসা আজও দীর্ঘমেয়াদী। ঐসময় তিনি বলছেন- 'মনে রাখিতে হইবে যে, দুই বৎসরকাল অতিক্রান্ত হইলেও পূণঃ ক্ষয়রোগ লক্ষিত হইতে পারে।'

এই গ্রন্থেই তিনি ক্ষয়রোগের ভারতবর্ষের দুরবস্থা বিশেষ করে তৎকালের বাংলার সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎগতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন। তবে খৃষ্টিয় মিশনসমূহ যেভাবে মানবকল্যাণে নিবেদিত হয়, অর্থ ব্যয় করে তা তাকে মুগ্ধ করেছিল এবং পরবর্তীতে আহছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

ঐ মানবের পরম শত্রু গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলেছেন- 'যক্ষা মানবের ভীষণ শত্রু বটে কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে লড়াই করিলে জয়লাভ করা যায়।'

এই পর্বে তিনি অনেক স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশ দিয়েছেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু উপদেশ হচ্ছে-

- যক্ষা রোগীর থেকে দুরে থাকিতে হইবে।
- পুষ্টিকর সাদাসিদে আহার গ্রহন করিবে।
- দাঁতগুলির বিশেষ যত্ন নিবে।

এই গ্রন্থেই তিনি ক্ষয়রোগের ভারতবর্ষের দুরবস্থা বিশেষ করে তৎকালের বাংলার সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎগতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে কিছুটা হতাশার কথা ব্যক্ত করেছেন। তবে খৃষ্টর মিশনসমূহ যেইভাবে মানবকল্যাণে নিবেদিত হয়, অর্থব্যয় করে তা তাকে মুগ্ধ করেছিল এবং পরবর্তীতে আহছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রাণিত করেছিল।

- বিশুদ্ধ বায়ূ অত্যাবশ্যক, স্যাতস্যাতেঁ স্থান পরিহার করিবে।
- ধুলা হইতে দুর থাকিবে।
- কখনও কাশ গলধকরন করিবেন না। ইহাতে যক্ষার বীজানু পাকস্থলী ও নাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে।
- মশা মাছি থেকে দূরে থাকিবে।
- প্রাতে ও বৈকালে শরীরে সূর্যতাপ গ্রহণ করা বিশেষ উপাদেয়।
- অন্য লোকের ব্যবহৃত বাসন ব্যবহার করিবে না।
- সর্দি-কাশিকে কখনো অবহেলা করিবে না।
- ক্ষুদামন্দা, অবসাদ কিংবা শরীরের ওজন কমিতে থাকিলে, বৈকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে, কাশি তিন দিন বা তাহার বেশী থাকিলে অবশ্যই ফুসফুস ভালরূপে পরীক্ষা করাইবে।

হুজুর কেবলার এই উপদেশসমূহ লক্ষ্য করলে মনে হবে একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বিশেষত একজন সংক্রামক ব্যাধী বিশেষজ্ঞ যেন পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ সেই যুগে যক্ষা সম্পর্কে অধিকাংশের ছিল ভুল ধারণা বা আংশিক ধারণা ছিল। বলা হত যার হয় যক্ষা তার নাই রক্ষা। এই সময় বিজ্ঞানমনষ্ক এই মহাপুরুষ মানুষকে অভয় দিয়েছেন সুস্থ্য থাকার উপদেশ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) অপর একটি গ্রন্থ 'ইসলামের দান'-এ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়সমূহে মুসলিম মনীষীদের অবদানের বর্ণনা করেছেন।

তিনি ঐ গ্রন্থে বলছেন- 'লোকমান একজন বিজ্ঞ হাকিম ছিলেন এবং বহু রোগের প্রতিষেধক ঔষধ বাহির করিয়াছিলেন। তিনি ইউরোপের শল্য চিকিৎসার ভিত্তি স্থাপন করেন।'

'আলরাজীই সর্বপ্রথম বসন্ত রোগ নির্ণয় করেন এবং উহার প্রতিকার পন্থা প্রদর্শন করেন। আবুল কাসেম খালাখ মধ্যযুগে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ছিলেন।' এইরূপ অনেক মুসলিম চিকিৎসকদের বর্ণনা করে তিনি বঙ্গবাসীদের পশ্চাৎপদতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর এসব লেখা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং সর্বোপরি মানব জাতিকে এবং এই বঙ্গবাসীকে সুস্থ রাখার বিষয়ে তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন।

আজকের দিনে তাই তিনি অতি স্মরণীয়ও অনুপ্রেরণার উৎস।

আজকের দিনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর মতো উদার, বিজ্ঞানমনষ্ক চিন্তাবিদ ও ধর্মগুরুর বিশেষ প্রয়োজনীতা অনুভব করি। কারণ আজ যখন ধর্মীয় উগ্নবাদ ও গোঁড়ামী রক্ষচক্ষু দেখাচ্ছে এবং মানুষ ভয়ে ভয়ে পশ্চাৎপদতা ও গোঁড়ামীর কাছে নতিস্বীকার করছে তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এঁর মতো মনীষারাই কেবল সমাজকে আধুনিক, মানবিক সমাজে পরিণত করতে পারবে।

হুজুর কেবলার যে প্রধান বাণী- 'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' সেই বাণী সকলের কাছে হবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের এই সমাজ, দেশ তথা পৃথিবী হবে হানাহানিহীন, মানবিক এবং সৃষ্টের অনুগ্রহে সিক্ত।

ডা. সুব্রত মিস্ত্রী, উপ-পরিচালক এএমসিজিএইচ, মিরপুর ও অধ্যক্ষ এএমএইএমটি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) -এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ২০২৩ সালের ১২ মাসে ১২টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ৩টি প্রতিষ্ঠান আলাদা আলাদাভাবে ৩টি অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা থাকলেও একটি প্রতিষ্ঠান অনিবার্য কারণবশত অনুষ্ঠানটি করতে পারেনি।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, মিরপুর

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের উদ্যোগে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী (সার্ধশত বার্ষিকী) উপলক্ষ্যে 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর স্বাস্থ্যভাবনা' শীর্ষক সেমিনার ৩১ জুলাই ২০২৩ হাসপাতালের নিজস্ব অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের পরিচালক কাজী ফরহাদ আলভী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মতিউর রহমান মোল্লা ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. ইসমাইল মোল্লা। এছাড়া হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট, কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার, নার্স, টেকনোলজিস্ট, প্রশাসনিক কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল মিরপুরের উদ্যোগে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

স্বাগত বক্তব্য রাখেন হসপিটালের ডেপুটি ডিরেক্টর সিনিয়র কনসালটেন্ট ডা. সুব্রত মিস্ত্রী।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল, উত্তরা

বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষা সংস্কারক, সমাজহিতৈষী, সাহিত্যিক ও ছুফী সাধক আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জন্মসার্ধশত বার্ষিকী (১৫০তম) উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, বুধবার আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের কাজী রফিকুল আলম মিলনায়তনে এক বিশেষ 'আলোচনা ও দোয়া মাহফিল' অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি ও আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের চেয়ারম্যান কাজী রফিকুল আলম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমদ ও অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার আ.ফ.ম. গোলাম শরফুদ্দিন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ এবং দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ ও হসপিটালের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাগণসহ অন্যান্যরা।

প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিদের পাশাপাশি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর জীবন-দর্শন, শিক্ষা-শান্ত্র, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার, নীতিবোধ, মানবিকতা, অফিস কর্মচারীদের প্রতি দর্শন ও কর্তব্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট পরমানু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. শমসের আলী। মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব মো. আব্দুস সামাদ ফারুক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. গোলাম রহমান, আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মো. ফাজলী ইলাহী, হাসপাতালের প্লানিং, ডেভেলপমেন্ট এন্ড মনিটরিং বিভাগের পরিচালক আর্কিটেক্ট কাজী শামীমা শারমিন (মেঘনা)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) ব্রিগে. জেনা. (ডা.) মো. জাকির হাসান (অব.) এবং সঞ্চালনা করেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক ডা. ফারহানা ফেরদৌস এবং ডা. এ. কে.এম শাহরিয়ার।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল উত্তরার উদ্যোগে আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠাতা হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার আলমপুরে আন্তর্জাতিকমানের স্পেশালাইজড মাদকাসক্তি ও মানসিক হাসপাতাল 'আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র' উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান

স্পেশালাইজড মাদকাসক্তি ও মানসিক হাসপাতাল উদ্বোধন করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিকমানের স্পেশালাইজড মাদকাসক্তি ও মানসিক হাসপাতাল "আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র" উদ্বোধন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। ৮ জুলাই ২০২৩ মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার হাঁসাড়া ইউনিয়নের আলমপুরে তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে এটি উদ্বোধন করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত মনোযত্ন কেন্দ্র মাদক নির্ভরশীল ও মানসিক রোগীদের বহুমুখী বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা প্রদান করবে। পাঁচ তলাবিশিষ্ট কেন্দ্রটিতে রয়েছে ৫০টি বেড, খোলামেলা পরিবেশ, কেবিন, ডিল্যাক্স শয্যা, একক ও গ্রুপ কাউন্সিলিং সুবিধা, মেডিটেশন, কেস ম্যানেজমেন্ট, লাইব্রেরি, শরীর চর্চার জন্য জিম, ধর্মচর্চার ব্যবস্থা, এ্যাম্বুলেন্স, পারিবারিক কর্মসূচি, চিকিৎসা পরবর্তি ফলোআপ সুবিধা। এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত পার্শবর্তী হেনা আহমেদ হাসপাতাল থেকে এক্স-রে, অত্যাধুনিক সব ডায়াগনস্টিক, আল্ট্রাসনোগ্রাম, আধুনিকমানের অপারেশন থিয়েটার ও জরুরি চিকিৎসাসেবার সুবিধাও রাখা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম-এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, বিভাগীয় কমিশনার মো. সাবিরুল ইসলাম, মুন্সীগঞ্জ জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কাজী নাহিদ রসুল এবং পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমান আল-মামুন, বিপিএম, পিপিএম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, স্বাগত বক্তব্য রাখেন মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের আবাসিক মনোচিকিৎসক ড. মো. রাহেনুল ইসলাম, হাঁসাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. সুলাইমান খান, শ্রীনগর উপজেলা চেয়ারম্যান মো. মশিউর রহমান মামুন, আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের ইয়ানা জামান ও অভিভাবক রেবেকা জামান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনের শুরুতে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের রিকভারীরা স্বাগত সঙ্গীত পরিবেশন করেন ও শেষে অতিথিদের সম্মাননা-স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্রের বিভিন্ন ইউনিট ও কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ও রোগীদের সাথে কথা বলেন প্রধান অতিথিসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। উল্লেখ্য যে, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের আওতায় ১৯৯০ সাল থেকে মাদক বিরোধী কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং বর্তমান নারীসহ চারটি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে মাদক নির্ভরশীল ও মানসিক রোগের চিকিৎসার সেবা প্রদান করছে এবং জাতীয় পর্যায়ে একাধিক বার পুরস্কার অর্জন করেছে।

পঞ্চগড়ে আহ্ছানিয়া মিশন শিশু নগরীর প্রাঙ্গণে ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর উচ্ছ্বসিত শিশুনগরীর ছয় শিক্ষার্থী

অনাথ ৬ বন্ধুর এসএসসি জয়

এসএসসির সফলতায় তাদের যেন বাধভাঙা উচ্ছ্বাস, চোখে নতুন জীবন সাজানোর স্বপ্ন। তাদের মতো স্বপ্ন বুনছেন নগরীতে থাকা আরো ১৬০ জন মা-বাবাহীন শিশু।

ছোটকালেই তারা বাবাকে হারিয়েছেন। অভাবের তাড়না আর নানা প্রতিবন্ধকতায় থাকা হয়নি মায়ের কাছেও। কখনো নিকটতম স্বজনের স্নেহের পরশ পাবার সৌভাগ্যও হয়নি তাদের। নেই প্রতিবেশি, নেই পরিচিত কেউ।

ঠিকানাহীন এমন ৬ বালক এবার এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এদের মধ্যে একজন পেয়েছেন জিপিএ-৫। সবার স্বপ্ন প্রকৌশলী হওয়ার, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দুখিনী মায়ের কাছে ফিরে যাওয়ার। অনিশ্চিত পথের জীবন থেকে উঠে আসা এই ছয় বালক একে অপরের বন্ধু। তারা হলেন- শ্রী সাগর টপ্পো, বিপ্লব বাবু, আব্দুল মজিদ, সাজ্জাদুল ইসলাম সিয়াম, আরিফুল ইসলাম জয় এবং সাগর চন্দ্র রায়।

ছোট থেকে তারা বেড়ে উঠেছেন পঞ্চগড়ের 'আহছানিয়া মিশন শিশু নগরীতে'। এ বছর পঞ্চগড় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ থেকে এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তারা। এসএসসির সফলতায় তাদের যেন বাধভাঙা উচ্ছ্বাস, চোখে নতুন জীবন সাজানোর স্বপ্ন। তাদের মতো স্বপ্ন বুনছেন শিশু নগরীতে থাকা আরো ১৬০ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশু।

আহছানিয়া মিশন শিশু নগরীটি পঞ্চগড় সদর উপজেলার হাফিজাবাদ ইউনিয়নের জলাপাড়া গ্রামে অবস্থিত। অনাথ, ছিন্নমূল এবং বঞ্চিত ও হারিয়ে যাওয়া পথশিশুদের সুন্দর ভবিষ্যত গড়তে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এটি।

এই শিশুনগরীতে গিয়ে দেখা যায়, দুই পাশে দুটি বড় বড় ভবন। মাঝে একটি বিশালাকার খেলার মাঠ। শিশুদের পদচারণায় মুখর মাঠটি। সেখানে কথা হয় সদ্য এসএসসি পাশ করা এই ছয়জনের সঙ্গে।

জিপিএ-৫ অর্জন করেছেন সাগর টপ্পো। রংপুরের মিঠাপুকুরে তাদের বাড়ি ছিলো। ২০১২ সালে তার দিনমুজুর বাবা সামছুল টপ্পো মারা যান। এরপর থেকেই ছোট্ট সাগর মায়ের সঙ্গে জীবন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, শুরু হয় ভাসমান জীবনযাপন। থাকতে হতো খেয়ে না খেয়ে। পড়ালেখাতো ছিলো কল্পনাতীত। সেখান থেকে এক সমাজকর্মী উদ্ধার করে ২০১৪ সালে এই শিশু নগরীতে ঠাঁই দেয় সাগরকে। এরপর থেকে শুরু হয় তার নতুন স্বপ্ন দেখা। প্রাথমিকেও ভালো ফলাফল ছিলো তার। প্রকৌশলী হতে চান সাগর, দেশের জন্য কিছু করতে চান তিনি।

জিপিএ-৪.৫৪ পাওয়া বিপ্লব বাবু জানান, বাবা-মায়ের সঙ্গে রংপুরে থাকতেন তিনি। বাবা এরশাদ আলীর মৃত্যুর পর খুব কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো তাদের। ২০১৩ সালে এক দুঃসম্পর্কের স্বজনের মাধ্যমে এখানে আসেন তিনি। বলেন, শুরুর দিকে খারাপ লাগলেও এখন ভালো আছি। এটাই আমার বড় ঠিকানা। এসএসসি পাশ করবো- এটা ছিলো স্বপ্নের মতো। পাশ করেছি, এই অনুভূতি বুঝাতে পারবো না। পড়ালেখা শেষ করে ভালো কিছু করতে চাই।

জিপিএ-৪.৫৪ পেয়েছেন আব্দুল মজিদও। সে বলে, আমার জন্মস্থান দিনাজপুরে। ২০০৯ সালে আমার বাবা নিরুদ্দেশ হন। বেঁচে আছেন কি-না জানি না, মা ঢাকায় থাকেন। আমিও ঢাকায় একটি অনাথআলয়ে ছিলাম। সেখানে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছি। এরপর ঠাঁই হয় এখানে। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হই পাশের বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাশ করে কারিগরি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হই এবং এ বছর এসএসসি পাশ করি। ভালো রেজাল্ট করেছি, সামনে আরো ভালো করতে চাই।

সাজ্জাদুল ইসলামের সিয়ামের রেজাল্ট জিপিএ-৪.৩২। তিনিও বাবা হারিয়েছেন অবুঝ কালে, থাকা হয়নি মায়ের কাছেও। তিনি বলেন, 'কখনো কারো আদর স্নেহ পাইনি। আত্মীয় স্বজন কেউ আছেন কি-না তাও জানি না। এই শিশু নগরীই আমাদের ঠিকানা। এখানকার স্যারেরাই আমাদের অভিভাবক।'

জিপিএ-৩.৮২ পেয়ে উত্তীর্ণ আরিফুল ইসলাম জয় বলেন, ঢাকায় থাকতাম। বাবার মৃত্যুর পর এখানে ঠাঁই হয়, মা ঢাকায় গৃহকর্ত্রীর কাজ করেন। মাঝে মধ্যে ফোনে কথা হয়। আমাদের বাড়ি কই জানি না, মায়ের কাছে কখনো জানতেও চাইনি।

জিপিএ-৩.৭১ পাওয়া সাগর চন্দ্র রায় কখনই বাবাকে দেখেননি। তার জন্মের পর পরই নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন বাবা শলন্ত রায়। বেঁচে আছেন কি-না তাও জানে না। শুধু জানে তাদের বাড়ি ঠাকুরগাঁওয়ের পীরগঞ্জে, মায়ের নাম কুসু রানী।

আহছানিয়া মিশন শিশু নগরী কর্তৃপক্ষ জানান, বিভিন্ন বয়সী ১৬০ জন শিশু রয়েছে এখানে। এই ৬ জনের মতো প্রত্যেকেরই গল্প হৃদয়বিদারক। অনেকেই রয়েছে পরিবার থেকে হারিয়ে যাওয়া, জানে না নিজের পরিচয়। আবার কারো বাবা নেই, কারো মা নেই। এমনও আছে কারো বাবা-মা দুজনই নেই। তবে এখানে স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকছে তারা। সময়মতো পড়ালেখা, বাকীসময় খেলাধুলা আর আনন্দ বিনোদনে পার করে তারা।

শিশু নগরীর শিক্ষক আশরাফুল ইসলাম বলেন, শিশুদেরকে এখানে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ানো হয়। এরপর তারা মাধ্যমিকে স্থানীয় স্কুলে ভর্তি হয়। সদ্য এসএসসি পাশ করা ৬ জনও এখান থেকেই প্রাথমিক শেষ করেছিলো। শিশুদের যাবতীয় খরচবহনসহ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করে ঢাকা আহছানিয়া মিশন।

শিশু নগরীর কৃষি কর্মকর্তা সেলিম প্রধান বলেন, বিভিন্নভাবে বঞ্চিত শিশুদের এখানে ঠাঁই হয়। শুরুর দিকে শিশুরা থাকতে না চাইলেও একটু বড় হবার পর তারা অনেক কিছু বুঝতে শিখে। তারা বুঝতে পারে এটাই তাদের মূল ঠিকানা। এখানে শিশুরা নিজের বাড়ির মতই থাকে, পড়ালেখা করে।

তিনি বলেন, আহছানিয়া মিশনের উদ্দেশ্য হলো এই শিশুদের ১৮ বছর পূর্ণ হলে কর্মমুখী শিক্ষা দিয়ে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। সদ্য এসএসসি পাশদেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে আহছানিয়া মিশন।

আহছানিয়া মিশন শিশু নগরীর সেন্টার ম্যানেজার দিপক কুমার রায় বলেন, অন্ধকারে পা বাড়ানো শিশুদের আলোর পথে নিয়ে আসে আহছানিয়া মিশন। তাদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এই শিশু নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ বছর ৬ জন এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে একজন জিপিএ-৫ সহ সবার ভালো ফলাফল এটা একটা বড় অর্জন বলে মনে করি। এখানে থাকা অন্য শিশুরাও ক্রমান্বয়ে সুফল বয়ে আনবে।

দিপক কুমার রায় বলেন, এই শিশু নগরী গত এক দশক ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় চলছিলো। তবে গত দেড় বছর ধরে আহছানিয়া মিশনের নিজস্ব অর্থায়নে চালাতে হচ্ছে। এতে নানান সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি বা দাতা প্রতিষ্ঠান সহযোগিতার হাত না বাড়ালে হিমশিম খেতে হবে। অনিশ্চিত হয়ে পড়বে শিশুদের সব স্বপ্ন। এই মহতি কার্যক্রম ধরে রাখতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানান তিনি।

পরীক্ষার পূর্বে অধ্যয়নরত অবস্থায় শিক্ষার্থীরা

ডেইলি-বাংলাদেশ/এমকে,
৩১ জুলাই ২০২৩ তারিখে প্রকাশিত

১০ হাজার টাকায় বদলে গেছে রিনার জীবন

জয়নাল আবেদীন শিশির

১৯৯৭ সালে যশোর চৌগাছা উপজেলার পাতিবিলা গ্রামের রিক্সাচালক আজগর আলীর সাথে বিয়ে হয় রিনা বেগমের। বিয়ের পর থেকেই সংসারে অভাবের শেষ নেই। তারপর তিনজন সন্তান নিয়ে পরিবারে দিনে দু'বেলা খাবার যোগাতেও কষ্ট হতো, কিন্তু সেই রিনা বেগম ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পেয়ারা চাষ করেন। মাত্র এক দশকের মাথায় আজ সে স্বাবলম্বী। তার রয়েছে এখন ২০-২৫ লাখ টাকার অর্জিত সম্পদ, ৩-৪ বিঘা পেয়ারার বাগান, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পাল।

রিনা বেগমের সাথে কথা বলার সময় তিনি জানান, সংসারের অভাব-অনটন দেখে দিশেহারা হয়ে পাতিবিলা গ্রামে আহ্ছানিয়া মিশনের ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির দারস্থ হন। এলাকাতেই চলমান আছে কোকিল দল নং- ০৫৮। স্বামীর সাথে কথা বলে উক্ত দলে সদস্য হয়ে সঞ্চয় জমা শুরু করেন এবং ১৫ দিন পর ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন। ২০১০ সালে সেই ঋণের টাকা দিয়ে সামান্য একটু জমি লীজ নিয়ে রিনা শুরু করেন ব্যাণিজ্যিকভাবে পেয়ারা চাষ। সেই থেকে আর রিনা বেগমকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। বর্তমান ১১০ শতক জমিতে পেয়ারা চাষ করেন। হাঁসি ফুটতে থাকে তার অভাবের সংসারে। রিনা বেগমের দুই ছেলে, স্বামীসহ তিনজন কর্মচারী নিয়ে কাজ করেন তার পেয়ারা বাগানে। ভালো স্কুলে পড়াশোনা করে তার একমাত্র মেয়ে তহুফা। স্বামী-সন্তান নিয়ে তার এখন সুখের সংসার।

রিনা বেগম জানান, উক্ত পেয়ারা বাগানে পেয়ারার পাশাপাশি হলদি, ক্ষীরা ইত্যাদি চাষ করছেন। উৎপাদিত ফসলের আয় দিয়ে তিনি ইতোমধ্যে কিনেছেন ১০ শতক জমি, যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা। বর্তমানে ব্যবসায়ে তার রয়েছে প্রায় ১৫ লাখ টাকার মূলধন এবং ১২টি ছাগল, ২টি গরুসহ বাড়িতে হাঁস-মুরগির খামার।

তিনি আরো জানান, আমার স্বামীর মাঠে চাষ করার মতো জমি ছিল না। রিক্সা চালানো, দিনমজুর বা অন্যের জমিতে কামলা দিয়ে কোনোমতে সংসার চালাতেন, কিন্তু তিন সন্তানসহ পাঁচজনের সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছিল না এই সামান্য আয়ে। তাই বাধ্য হয়ে ডিএফইডি থেকে প্রথমে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেই, সেই টাকা দিয়ে বাড়ির পাশে সামান্য একটু জমি লিজ নিয়ে পোয়ারার চাষ করে আস্তে আস্তে সংসারের অভাব দূর করতে থাকি। পরে এই জমির আয় থেকে ঋণ শোধ করে সেই আয়ের বাকিটুকু দিয়ে আরো বেশি জমি লিজ নেই। তারপর থেকে আমি এই উদ্যোগে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠি।

রিনা বেগম পরবর্তীতে ডিএফইডি থেকে বিনিয়োগের জন্য ১ লাখ ৮০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন। তার দেখাদেখি একই গ্রামের অন্তত ৩০ জন নারী ঋণ নিয়ে আজ তারাও পেয়ারা চাষ ও ড্রাগন ফল চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বা সরকারের এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে কোনো ধরণের সহযোগিতা কখনো পেয়েছেন কিনা– এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত সরকারি কোনো ধরণের সহযোগিতা পাইনি। যদি সরকারি সামান্যও সহযোগিতা পাই, তাহলে আগামী ৮-১০ বছরের মাধ্যমে আমার চাষাবাদ ৭-৮ গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।

আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ের একটি শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। উপমহাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজ সংস্কারক এবং প্রখ্যাত সূফীসাধক হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) ১৯৫৮ সালে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সাধারণ মানুষ বিশেষ করে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও আত্মিক জীবন উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে এবং তাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটির অনেকগুলো কার্যক্রমের মধ্যে স্বল্প ও নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে 'ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'। প্রতিষ্ঠানটির তথ্যমতে, এ পর্যন্ত ৩৪,৪৯০,৮৯৭,০০০ টাকার ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১,১১৬,৬৮৫ জন মানুষের মধ্যে। গতবছর (২১-২২ অর্থবছর) বিতরণ করা হয়েছে ১৪৬,৬৮৫ জনের মধ্যে।

২০১০ সালে রিনা বেগমকে ঋণ দেন যশোর চৌগাছা উপজেলার ডিএফইডি'র শাখা ম্যানেজার জামাল উদ্দীন। তিনি বলেন, রিনা বেগম যখন ১০ হাজার টাকা ঋণ নেন, তখন তার অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল, কোনোমতে দিনানিপাত করতেন। তিনি যখন আমাদের কাছে ঋণের জন্য আসেন তখন তিনি ৩০ হাজার টাকার ঋণ প্রস্তাব করেন। কিন্তু তার পরিবারের অভাব-অনটন দেখে আমরা মাত্র ১০ হাজার টাকা ঋণ দেই। কিন্তু বর্তমানে রিনা বেগম এই এলাকায় একজন অনুকরণীয় সফল উদ্যোক্তা।

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, দি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় প্রকাশিত

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদেরের সাথে সাক্ষাৎ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেল্‌থ এন্ড ওয়েলবিংয়ের প্রতিনিধি দল

নিরাপদ সড়কের জন্য কাজ করবে জাতীয় পার্টি: কাদের

নিরাপদ সড়ক ও মাদক প্রতিরোধে জাতীয় পার্টি কাজ করছে এবং আগামীতেও কাজ করবে এমন মন্তব্য করেন পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদের। ১২ আগস্ট ২০২৩ আন্তর্জাতিক যুব দিবসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেল্‌থ এন্ড ওয়েলবিংয়ের প্রতিনিধি দলের সাথে রাজধানীর বনানীস্থ তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎকালে তিনি এমন মন্তব্য করেন।

তিনি আরো বলেন, মাদক এখন বাংলাদেশের একটি মারাত্মক সমস্যা। মাদকাসক্ত সমাজ জাতির পঙ্গুত্ব বরণের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে শহর ছাড়িয়ে এই মাদক পাড়াগাঁয়েও পৌঁছে গেছে। দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের সব গ্রামেই পাওয়া যায় মাদকদ্রব্য। অন্যদিকে সড়ক দুর্ঘটনা যে একটি জাতীয় সমস্যা সেটি মেনে নিয়ে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আর এই সড়ক দুর্ঘটনার বেশি শিকার হচ্ছে তরুণরা। তাই মাদক ও সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যেমন প্রয়োজন উপযুক্ত আইন প্রণয়ন তেমনই প্রয়োজন আইনের কঠোর বাস্তবায়ন। পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়গুলোকে গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

আহ্ছানিয়া মিশন ইয়ুথ ফোরাম ফর হেল্‌থ এন্ড ওয়েলবিংয়ের পক্ষ থেকে সমন্বয়কারী মারজানা মুনতাহা, সদস্য শাহরিয়ার হুসাইন, হাবিবুর রহমান, তরিকুল ইসলাম, আল তানভীর নেওয়াজ এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের পক্ষ থেকে রোড সেফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান, অ্যাডভোকেসি অফিসার (পলিসি) ডা. তাসনিম মেহবুবা বাঁধন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার অদূত রহমান ইমন সাক্ষাৎ করেন। এসময় তারা আসন্ন জাতীয় নির্বাচনী ইশতেহারে নিরাপদ সড়ক, তামাক নিয়ন্ত্রণ, মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধ এবং মানসিক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক দাবী সম্বলিত স্মারকলিপি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও বিরোধীদলীয় উপনেতা জি এম কাদেরের নিকট হস্তান্তর করেন।

সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত পাসের দাবিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অতিথিবৃন্দ

সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত পাসের দাবি

তামাক ব্যবহারজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে গড়ে ৪৪২ জন মানুষ। এই মৃত্যু রোধ করতে হলে এবং প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কতৃক সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া অতি দ্রুত পাস করতে হবে। আইনের সংশোধন যত বিলম্ব হবে, এই মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে, পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী'র তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গঠনও বাধাগ্রস্থ হবে।

৩১ জুলাই ২০২৩ জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আয়োজিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কতৃক সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন দ্রুত পাসের দাবিতে সংবাদ সম্মেলনে এমন অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. মো. আব্দুল আজিজ, এমপি বলেন, প্রায় তিন কোটি মানুষ পরোক্ষভাবে ধূমপানের শিকার হচ্ছেন। এ মানুষগুলো জানেনও না যে তারা ধূমপান না করেও ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য শিরীন আহমেদ বরেণ্য সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো ফ্রি কিডস (সিটিএফকে) 'র প্রোগ্রামস ম্যানেজার মো. আব্দুস সালাম মিয়া, কমিউনিকেশন ম্যানেজার হুমায়রা সুলতানাসহ তামাক বিরোধী সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ ও গণমাধ্যম কর্মীগণ।

ডিজিটাল আসক্তি রোধে প্রয়োজন সচেতনতা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের অধীনে মনোযত্ন আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টার এবং উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার উপায় এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল আসক্তির লক্ষণ ও প্রতিরোধের উপায় নিয়ে ২৫ জুলাই ২০২৩ রাজধানীর উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. সেলিম হোসেন। আরো উপস্থিত ছিলেন উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল জহুরা বেগম ও ৩০০ শিক্ষার্থী ও পরিচালনায় ছিলেন মিশন স্বাস্থ্যসেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী।

সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধ সম্ভব

অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্য রাখছেন নারী মাদকাসক্ত ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সিলর জান্নাতুল ফেরদৌস

বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ রাজধানীর শ্যামলীতে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনের বিষয় "আত্মহত্যা প্রতিরোধে সচেতনতা, মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং আত্মহত্যার উচ্চ ঝুঁকি"।

উক্ত সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কাউন্সিলর মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস মজুমদার তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার পাশাপাশি বর্তমান সমাজের আলোচিত বিষয় আত্মহত্যা প্রতিরোধেও কাজ করে যাচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ২০২১ সাল থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে আসা সেবাগ্রহণকারী নারীদের তথ্য সংগ্রহের কাজ করেছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের আগস্ট পর্যন্ত সেবাগ্রহণকারী নারীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ৩২২ জন সেবাগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ১৭৭ জনের আত্মহত্যার ভাবনা ছিল। ৯৮ জন কখনো না কখনোও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে এবং ৫ জন চিকিৎসা নেয়ার পরও শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার মাধ্যমে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি টেনেছে। ১৭৭ জন আত্মহত্যাপ্রবণ রোগীদের মধ্যে ১২২ জন মাদকাসক্ত ছিলো। তাদের মধ্যে ১৬৩ জনের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছরের মধ্যে এবং ৭৪ জন আত্মহত্যাপ্রবণ ব্যাক্তির কমপক্ষে ১টি মানসিক রোগ ছিলো।

সংবাদ সম্মেলনের মুল আলোচক কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রের মনোচিকিৎসক বিশেষজ্ঞ ডা. মো. রাহেনুল ইসলাম আত্মহত্যা কারণগুলোর মধ্যে ডিসফাংশনাল ফ্যামিলি এবং মোবাইল আসক্তির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র সাইক্লোজিস্ট রাখী গাঙ্গুলী তার বক্তব্যে বলেন, আত্মহত্যা কখনোই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, এর জন্য পূর্বঘটিত অনেক কারণ জড়িত। সভাপতিত্ব করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য এবং ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ।

উল্লেখ্য, ২০০৩ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ সেপ্টেম্বর আত্মহত্যা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস পালন করা হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'কর্মের মাধ্যমে আশা তৈরি করো'।

নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সভায় গণমাধ্যমকর্মী, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার ব্যক্তিবর্গ

সুরক্ষিত আসন ব্যবহারে যানবাহনে শিশুমৃত্যুর হার কমে

গ্লোবাল রোড সেইফটি পার্টনারশীপের এক তথ্যানুযায়ী যানবাহনে শিশুদের জন্যে সুরক্ষিত আসন ব্যবহার করলে ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৭০% এবং বড় শিশুদের ক্ষেত্রে প্রায় ৫৪-৮০% শিশু মৃত্যুর হার কমে। ২৩ জুলাই ২০২৩ রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টর আয়োজিত নিরাপদ সড়ক জোরদারকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব তথ্য উঠে আসে।

আলোচনা সভায় প্রতিষ্ঠানটির রোড সেইফটি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী শারমিন রহমান তার বক্তব্যে বলেন, সড়ক দুর্ঘটনা ৫-২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর অন্যতম কারণ। বিশ্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু ৮ম বৃহত্তম কারণ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল স্ট্যাটাস রিপোর্ট অব রোড সেইফটি ২০১৮ এর তথ্য অনুসারে সারাবিশ্বে প্রতিবছর প্রায় গড়ে ১০ লাখ ৩০ হাজার মানুষ সড়কে মারা যাচ্ছে এবং আহত হচ্ছে গড়ে প্রায় ৫ কোটি মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, প্রতিবছর দেশে রোড ক্রাশে আনুমানিক ২৪৯৫৪ জন মৃত্যুবরণ করে। আর এসব মৃত্যুও ৯০ শতাংশই নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশে সংগঠিত হয়। রোড ক্র্যাশের ফলে দেশে শতকরা ৫ ভাগ জিডিপি কমে যাচ্ছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, ২০২২ সালে বাংলাদেশে সড়ক দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছে ৭৭১৩ জন। এর মধ্যে ৩ মাস থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ১১৪৩। অর্থাৎ প্রতিদিন গড়ে তিনজনের বেশি শিশু সড়কে প্রাণ হারিয়েছে।

সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) অনুসারে, যানবাহনে শিশুবান্ধব আসনের ব্যবহার শিশুদের সড়ক দুর্ঘটনায় আঘাতের ঝুঁকি ৭১%-৮২% হ্রাস করে।

এদিকে সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ শিশুদের সুরক্ষিত আসন নিয়ে কোন কিছু বলা নেই। কিন্তু আমাদের দেশের যানবাহনে শিশু আসন খুবই জরুরি।

মাদক নির্মুল করতে প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোরের উদ্যোগে ৭ আগস্ট ২০২৩ যশোর সরকারি মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'মাদকাসক্তির প্রতিরোধ ও মানসিক স্বাস্থ্য' শীর্ষক এক সচেতনতা কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সরকারি মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ প্রফেসর মর্জিনা আক্তার বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পারিবারিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে ভালো থাকার জন্য সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে।

এ সময় শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদক বিরোধী বিভিন্ন দিক নির্দেশনা তুলে ধরেন, যশোর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর মো. আসলাম হোসেন।

অনুষ্ঠানে মুলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সিনিয়র সাইকোলজিস্ট এবং ঢাকা আহছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের মনোযত্ন আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টারের ফোকাল রাখী গাঙ্গুলী। কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মো. মহসীন উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, প্রফেসর ড. আবু বক্কর সিদ্দিকী, সরকারি মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় যশোর এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোরের সেন্টার ম্যানেজার সৈয়দ মিজানুর ইসলাম। এছাড়াও এম এম কলেজের ২৫০ শিক্ষার্থী সেমিনারে অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণে সমাপনী দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব নিলুফার নাজনীন

এসডিজির গোল-৩ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ওয়ার্ল্ড হেল্থ সার্ভে প্লাস সহায়ক ভূমিকা রাখবে

আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের এসডিজির গোল-৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্তি সচিব নিলুফার নাজনীন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাস্তবায়িত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায় ২৯ আগস্ট ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ের সভাকক্ষে ওয়ার্ল্ড হেল্থ সার্ভে প্লাস বাংলাদেশ-২০২৩ টেকশই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহের ৯ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের শেষ দিনে অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে আমাদের এসডিজির গোল-৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের প্রতিনিধি নির্মলা নাইডো, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কনসালটেন্ট ডা. জেম্স জস, হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল মায়ানমারের হেল্থ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর পপি ওয়ালটন, হেল্পএইজ ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যান্যরা।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপাল

'তামাকমুক্ত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে'

- মনোরঞ্জনশীল গোপাল, এমপি

দিনাজপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য, মনোরঞ্জনশীল গোপাল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা বাস্তবায়নে আমি যেকোনো কার্যক্রমে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবো। এক্ষেত্রে দেশকে সম্পূর্ণরূপে তামাকমুক্ত করতে হলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এছাড়া এ ব্যাপারে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলেও জানিয়েছেন।

১২ জুলাই ২০২৩ রাজধানীর ন্যাম ভবনে অবস্থিত নিজ বাসভবনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ কথা বলেন মনোরঞ্জন শীল গোপাল। তিনি বলেন, মাদকমুক্ত জাতি গঠন করতে হলে প্রথমেই দেশে তামাকের ব্যবহার শুন্যের কোটায় নামিয়ে আনতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টরের উপ-পরিচালক মোখলেছুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলে ছিলেন তামাকনিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম ও মিডিয়া ম্যানেজার আল তানভীর নেওয়াজ। প্রতিনিধি দল মনোরঞ্জনশীল গোপাল, এমপিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন।

কক্সবাজারের উখিয়ায় মাদকবিরোধী নতুন প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা

উখিয়ায় মাদকবিরোধী কার্যক্রম শুরু করলো মিশন

'এনহ্যান্সিং দ্য ক্যাপাসিটি অব সিভিল সোসাইটি টু প্রিভেন্ট ড্রাগ এবিউজ এমাং দ্য ইয়ুথ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের উখিয়াতে মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম শুরু করলো ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ২০ সেপ্টেম্বর সকালে উখিয়ার পাল্‌স বাংলাদেশ সোসাইটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টারে প্রকল্পটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়।

জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম অফিস (ইউএনওডিসি) এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) এর সহযোগিতায় প্রকল্পটি উখিয়ার নির্বাচিত ৫টি স্কুলে বাস্তবায়িত হবে।

প্রকল্পের উদ্বোধনী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি) কক্সবাজার জেলা উপ-পরিচালক মো. রুহুল আমিন। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মো. বদরুল আলম ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো. আইয়ুব আলী।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমকে স্বাগত জানিয়ে ডিএনসি'র কক্সবাজার জেলা উপ-পরিচালক রুহুল আমিন বলেন, এই কার্যক্রমের সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সম্পৃক্ত হয়ে একযোগে কাজ করে যাবে। এই কার্যক্রমের ফলে পারিবারিক দক্ষতা কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে বাবা-মা ও অভিভাবক পর্যায়ে সচেতনতা বাড়বে। এর মাধ্যমে তারা পরিবার তথা কমিউনিটি পর্যায়ে মাদকবিরোধী সচেতনতা কার্যক্রমে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

অনুষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শরিফুল ইসলাম তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, উখিয়া সীমান্ত শহর হওয়ায় মাদক পাচার ও অপব্যবহারের জন্য একটি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা। সম্প্রতি এই এলাকায় 'ক্রিস্টাল আইস নামের সিন্থেটিক ওষুধের সবচেয়ে বড় চালান বাজেয়াপ্ত করেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা।

অন্যদিকে জাতীয় মাদকবিরোধী কমিটির বিগত সভায় কক্সবাজার এলাকায় মাদকবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এসব কারণেই এই এরিয়াটিকে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি তরুণদের এবং তাদের পরিবারের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে প্রমাণভিত্তিক এবং টেকসই পরিবর্তনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সেশন এবং যোগাযোগ কার্যক্রম সমন্বয় করবে।

এসময় উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. শাহেদুল হক প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা পেশ করেন। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা, সাংবাদিক ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

১৪ সেপ্টেম্বর ২৩ আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক মো. আবুজাফর রিপন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আসলাম খান, শ্রীনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ হোসেন পাটওয়ারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ মামুনসহ আরো অনেকে।

মুন্সিগঞ্জে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যক্যাম্প

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া ইউনিয়নের আলমপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্য সেক্টর পরিচালিত হেনা আহমেদ হাসপাতালে, ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)-এর আর্থিক সহযোগিতায় অর্থোপেডিক, মেডিসিন ও চক্ষু বিষয়ক বিনামূল্যে স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত ক্যাম্পে ১৫৫ জন রোগী স্বাস্থ্যসেবা গ্রহন করেন। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. মাসুদ মিয়া - নরসিংদী জেনারেল হাসপাতাল, ডা. ওবায়েদ বিন জামান, অর্থোপেডিক বিভাগ-ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও প্রাক্তন উপপরিচালক ডা. জয়নুল আবেদিন- বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত রোগীদের সেবা প্রদান করেন। ক্যাম্পে আগত সেবা গ্রহীতাদের ডাম ফাউন্ডেশনের পক্ষ হতে বিশেষ স্বাস্থ্য কার্ড বিতরণ করা হয় এবং এ সকল কার্ডধারীগণ পরবর্তীতে যদি হেনা আহমেদ হাসপাতালে কোন সেবা নিতে আসেন তাহলে তাদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হবে আশ্বস্ত করা হয়। ক্যাম্প চলাকালীন সময়ে হাসপাতালের সকল কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হয়।

ডা. নায়লা পারভিন, সহকারী পরিচালক, হেল্‌থ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, মো. খায়রুল ইসলাম এজিএম (অপারেশন) ডিএফইডি ঢাকা জোন, মো. আব্দুর রউফ এ এম মুন্সীগঞ্জ এরিয়া, গৌতম বিশ্বাস বিএম শ্রীনগর মুন্সীগঞ্জ, জহিরুল ইসলাম হাসপাতাল ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ দিনব্যপী সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তনে শিক্ষামন্ত্রী

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হবে

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৪ জুলাই ২০২৩ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) এই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আলমগীর। সমাবর্তন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেজবাউদ্দীন আহমেদ, আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ফাজলী ইলাহী।

১১তম সমাবর্তনে স্প্রিং-২০১৭, ফল-২০১৭ এবং স্প্রিং-২০১৮ সেমিস্টারের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মোট ২ হাজার ২৩৮ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। স্প্রিং-২০১৭ সেমিস্টারের নাইম হাসান, ফল-২০১৭ সেমিস্টারের মো. শেখ আবরার কবির ও স্প্রিং-২০১৮ সেমিস্টারের জি. এম. শাহরিয়ারকে খানবাহাদুর আহছানউল্লা পদক দেওয়া হয়।

আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ২৪ জুলাই রাজধানীর বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটিতে আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষামন্ত্রী ড. দিপু মনিকে সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দেন

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্যকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির পূর্বশর্ত শিক্ষা। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে প্রণীত ডিজিটাল বাংলাদেশ ও উন্নত, সমৃদ্ধ, সুখী, শান্তিময় বাংলাদেশ বিনির্মাণে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার কাজ করছে বর্তমান সরকার।

কাজী রফিকুল আলম বলেন, শিক্ষা মানুষের মেধা ও মননকে বিকশিত করে। তবে দেশ ও জাতিকে উন্নয়নের শীর্ষে আরোহণ করতে হলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং কারিগরি শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. মোস্তাফিজুর রহমান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য, সিন্ডিকেটের সদস্যবৃন্দ, একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্য, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার (ইনচার্জ) প্রফেসর ড. মো. হামিদুর রহমান খান ও বিভাগীয় প্রধানরা।

শিক্ষার্থীদের সাথে নৈতিকতা বিষয়ক মতবিনিময় সেশন

এথিকস এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি)-এর উদ্যোগে গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩, ঢাকার আশুলিয়ায় অবস্থিত 'গুমাইল উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ' শিক্ষার্থীদের সাথে নৈতিকতা বিষয়ক মতবিনিময় সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হযরত শাহ্ আলী মডেল হাই স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক এম. এ. হামিদ, গুমাইল উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. আব্দুল বারেক মোল্লা, ইটুএসডি-র প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর চিন্ময় মুৎসুদ্দী, ইটুএসডি-র প্রোগ্রাম অফিসার জাহাঙ্গীর যুবরাজ এবং ভলান্টিয়ার মোরসালিন হোসেন।

মতবিনিময় সভার পাশাপাশি আগামী অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিতব্য 'নৈতিকতা অলিম্পিয়াড ২০২৩'-এর বিষয়াবলী ও নিয়মাবলী শিক্ষার্থীদের মাঝে তুলে ধরা হয় যেন শিক্ষার্থীরা নৈতিক অলিম্পিয়াড বিষয়ে সম্যকভাবে প্রস্তুতি নিয়ে এই অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করতে পারে।

এই ধারাবাহিকতার দ্বিতীয় পর্বে গত ৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার সাতটি স্কুল নিয়ে গঠিত 'ক্লাস্টার - এ' এর মাঝে নৈতিকতা অলিম্পিয়াড-এর বিষয়াবলী ও নিয়মাবলী তুলে ধরা হয়। একইভাবে এই ৭টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক অলিম্পিয়াডের বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়।

শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিকতা বিষয়ক মতবিনিময় সেশনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

উল্লেখ্য, দেশে প্রথমবারের মতো 'নৈতিকতা অলিম্পিয়াড ২০২৩' অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অক্টোবর মাসের ১৪ তারিখে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি)-র উদ্যোগে আয়োজিত এই অলিম্পিয়াড শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা শিখনে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে প্রত্যাশা করছে সংশ্লিষ্ট জন।

শিক্ষাডটকম কলেজ র‍্যাংঙ্কিংয়ে আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাজধানীর ২৭৭টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজের মধ্যে ৮৫ শতাংশেরও বেশি নম্বর পেয়ে এ প্লাস বা আইডিয়াল ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে সাতটি কলেজ।

এছাড়া ৭৫ থেকে ৮৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে খুব ভালো বা এ ক্যাটাগরিতে ৩৬টি। আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ ক্যাটাগরির কলেজ হিসেবে স্থান পেয়েছে। ৬৫ থেকে ৭৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে বি ক্যাটাগরিতে (ভালো) ১৯টি এবং ৫০ থেকে ৬৪ শতাংশ নম্বর পেয়ে সি ক্যাটাগরিতে সাতটি কলেজ স্থান পেয়েছে। তবে ৬৯টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিচালিত সরেজমিন জরিপে ৫০ শতাংশের নিচে নম্বর পেয়ে ডি ক্যাটাগরিতে স্থান পাওয়ার মতো কোনো কলেজ পাওয়া পায়নি। ৪ আগস্ট ২০২৩ রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র মিলনায়তনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে দৈনিক শিক্ষাডটকম কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০২৩ প্রকাশ করে এসব তথ্য জানানো হয়। কলেজগুলোর কতৃপক্ষ, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পৃথক প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে সরেজমিন পরিদর্শন ও জরিপের মাধ্যমে এই র‍্যাঙ্কিং চূড়ান্ত করা হয়। দৈনিক শিক্ষাডটকম ও দৈনিক আমাদের বার্তা এ জরিপ কাজ পরিচালনা করে। জরিপ কাজে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) এক দল উদ্যমী ও মেধাবী শিক্ষার্থী। জরিপে কলেজগুলোর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার, পাসের হার ও ফলাফল, ভৌত অবকাঠামোসহ ২১টি মানদণ্ডের ভিত্তিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মূল্যায়ন নেয়া হয়।

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসির যোগদান

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে ১৬ আগস্ট ২০২৩ প্রফেসর ড. মো. মাহমুদ আলম যোগদান করেছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর (৩১)১ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. সাহাবুদ্দিন চার বছর মেয়াদে তাকে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর নিযুক্ত করেছেন।

খুলনা খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি প্রফেসর ড. মো. মাহমুদ আলম

তিনি অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন, নবনিযুক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর তার একাডেমিক প্রজ্ঞা ও সৃজনশীল চিন্তাধারা দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক উন্নয়ন সাধন করবেন এবং তার নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয় দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে, পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হবে।

প্রফেসর ড. মো. মাহমুদ আলম ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার পাতুনিয়াকাঠি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৪ ও ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও ফলিত গণিত বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলিত গণিত বিষয়ে প্রথম পিএইচডি এবং ১৯৯৯ সালে জাপানের ওকাইয়ামা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে দ্বিতীয় পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং একই বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ থেকে ২০০৬ সালে পোস্ট ডক্টরেট করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে সাবেক খুলনা বিআইটি (বর্তমান কুয়েট) এ শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন, এরপর ২০০০ সালে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত ডিসিপ্লিনে সহকারী অধ্যাপক পদে যোগদান করেন, ২০০৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক, ২০০৭ সাল হতে অধ্যাপক পদে দায়িত্বরত আছেন।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা বিষয়ক চর্চা

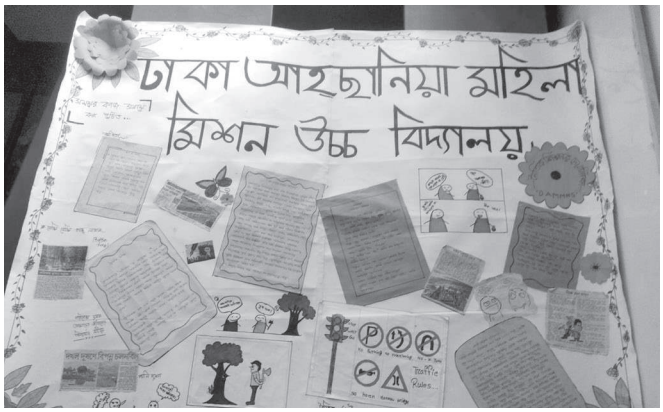

ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ছবি ও লেখার মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সুসজ্জিত দেয়ালিকা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের শ্রেণিকক্ষের দেয়ালিকায় নৈতিকতা সম্বলিত বিষয়াবলী সুন্দরভাবে তুলে ধরেছে। এর মধ্যে রয়েছে, দৈনন্দিন জীবনের নৈতিকতা সম্পর্কিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ছবির মাধ্যমে তুলে ধরা, নৈতিকতা সম্পর্কিত বাণী ইত্যাদি। এই উদ্যোগ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে এনেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে সুন্দর করে ছবি ও লেখায় সজ্জিত এই বার্তাগুলো অনুসরণ করে দৈনন্দিন চলার পথে অনুশীলন করতে পারে তারা এবং অন্যদেরকেও এসকল কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। তাদের এই মহতী উদ্যোগকে প্রশংসনীয় হিসেবে দাবি করছে স্কুল কতৃপক্ষ ও শিক্ষকবৃন্দ।

আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষা সফর

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে এক শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়।

আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ এর অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. মফিজুর রহমানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ২২ আগস্ট ২০২৩ প্লে থেকে একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সফরে যায়। শিক্ষা সহায়ক সফরের দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দের আর স্থান ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার।

শুধুমাত্র পুথিগত বিদ্যায় আবদ্ধ থাকে না আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজের কোমল মতি শিক্ষার্থীরা। এই শিক্ষাসফরটি তাদের শিক্ষার পাশাপাশি চিত্তবিনোদন এর উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

শিক্ষা সফরের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন কলেজের সহকারী অধ্যাপক (প্রাণীবিজ্ঞান) লায়লা বেনজির এবং সহকারী অধ্যাপক (গণিত) জাকির হোসেন। ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রভাষক সুভাশীষ মজুমদার, বাংলা বিভাগের প্রভাষক মো. রায়হান চৌধুরী, ইংরেজি বিষয়ক প্রভাষক শাহরিয়ার হোসেন, সিনিয়র শিক্ষক রিপন ঢালী, সিনিয়র শিক্ষক জাকিয়া সুলতানাসহ কলেজের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ। কলেজের প্রায় ৪শত শিক্ষার্থী এ শিক্ষা সফরে অংশগ্রহণ করে।

ডামের নির্বাহী পরিচালকের সাথে দাতা সংস্থা কিং আবদুল্লাহ্ হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি দলের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা

দাতা সংস্থা প্রতিনিধিদলের কাপ-আপ প্রকল্প পরিদর্শন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর ঢাকা জেলার মোহাম্মাদপুর ও মিরপুর এবং নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার বস্তিবাসী, সুবিধা বঞ্চিত এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে Education Services for Up-Lifting of Ultra-Poor Slam Dwellers Project" (KAAP-UUP Project) পরিচালনা করছে। প্রকল্পটি King Abdullah Humanitarian Foundation এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং টেকসই করণের লক্ষ্য দাতা সংস্থার একটি প্রতিনিধি দল ১৬-১৭ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ঢাকা জেলার মিরপুর এবং মোহাম্মাদপুর কর্ম-এলাকা পরিদর্শন করেন।

উক্ত প্রতিনিধি দলে ড. বন্দর আলহোয়াইশ-কাপ ম্যানেজার, আব্দুল্লাহ সাঈদ- কাপ-পোর্টফোলিও ম্যানেজার, আব্দুল আজিহ শেহাব আলজানফাউয়ি- ডেপুটি ডাইরেক্টর হিউম্যানিট্যারিয়ান প্রোগ্রাম, সাকর সাদ আলহুমাইদ- কর্পোরেট কমিউনিকেশন ডাইরেক্টর, জুমা জিবির আরনিজি- হিউম্যানিট্যারিয়ান প্রোগ্রাম সুপারভাইজর, সালমান হাজ্জা আলদাউইস- পাবলিক রিলেশন স্পেশালিষ্ট উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে তারা প্রি-প্রাইমারী, প্রাইমারি এবং নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। উক্ত পরিদর্শনকালে আইএসডিবি কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর আরিফ সাহিদ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রমের উল্লেখিত প্রতিনিধি দলকে ধারণা প্রদান করেন এবং তাদেরকে চলমান কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ শিক্ষাকেন্দ্রের সাজসজ্জা, শিক্ষার্থী উপস্থিতি এবং শিক্ষার্থীদের পাঠদান পরখ করেন এবং কার্যক্রমে আনন্দিত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা পরিদর্শনের সময়ে প্রকল্পের কর্মীদের বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করেন। প্রতিনিধি দল প্রকল্পের কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। উক্ত পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল, প্রকল্পের পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক মো. মোদাচ্ছের হোসেন মাসুম। কাপ-আপ প্রকল্প পরিদর্শনের সময় স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, সিএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল বৃক্ষ রোপন করেন এবং আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ৫ সেপ্টেম্বর তেজগাঁও সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩

বাংলাদেশে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩। আগামী ১৪ অক্টোবর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিতব্য এই অলিম্পিয়াডের আয়োজক এথিক্স এডুকেশন ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (ইটুএসডি)। এতে ঢাকা নগরীর ২০টি মাধ্যমিক স্কুল থেকে অষ্টম, নবম ও দশম শ্রেণির বাছাইকৃত ১০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

দিনব্যাপী এই অলিম্পিয়াডে চারটি ভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন শেষে ১০০ জন প্রতিযোগী ঘণ্টাব্যাপী অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করবে। তারপরের পর্বে থাকবে এই ১০০ জন থেকে ৭ জন আবৃত্তি, ৭ জন একক বক্তৃতা এবং ৭ জন সুফিসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করবে। দেশের বিশিষ্ট বিচারকমণ্ডলী তাদের মধ্য থেকে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করবেন এবং পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদেরকে সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হবে।

নির্বাচিত এই ২০টি স্কুলকে ইতোমধ্যে তিনটি ক্লাস্টারে ভাগ করা হয়েছে। এক একটি ক্লাস্টারের জন্য পৃথক পৃথক বিষয়ে প্রতিযোগিতার জন্য নির্ধারন করা হয়েছে। এগুলো সম্পাদনে সাহায্য করেছেন নির্ধারিত স্কুলের প্রধান এবং এথিক্স সেশন পরিচালনায় দায়িত্বরত শিক্ষকবৃন্দ। এই ক্লাস্টারগুলোর বিষয়বস্তু ও নিয়মাবলী ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ইতোমধ্যে ক্লাস্টারভিত্তিতে ব্রিফিং করা সম্পন্ন হয়েছে।

এই অলিম্পিয়াড শুরু হবে দেশের কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের কিডুয়েইন শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে। এর পরের পর্বটি হবে আরো আকর্ষণীয়। এই অলিম্পিয়াড উপলক্ষ্যে একটি থিম সং তৈরি করা হবে– যেখানে অংশগ্রহণ করবে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা। ভিউজুয়্যাল এই থিম সং তৈরিতে কাজ করবে দেশের স্বনামধন্য একটি ব্যান্ডদল। এ বিষয়ে লোকেশন নির্ধারণ, ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ এবং অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। ড্রোন পদ্ধতি ব্যবহার করে এই থিম সং-এর ভিউজুয়্যালাইজেশন করা হবে।

দিন শেষে পুরস্কার বিতরণের পালা। আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত এই অলিম্পিয়াডে দেশের বরেণ্য কিছু ব্যক্তিবর্গের সাথে মতবিনিময়ের পর বিজয়ীরা তাদের হাত থেকে ক্রেস্ট ও সনদ গ্রহণ করবে।

ইটুএসডি একটি নৈতিক শিক্ষা কেন্দ্র। এটি ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও নর্থ আমেরিকান বাংলাদেশি ইসলামিক কমিউনিটি (নাবিক)-এর একটি যৌথ প্রকল্প। শিক্ষার্থীর নৈতিকতা বিকাশে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাস হতে ইটুএসডি নৈতিক শিক্ষা ওয়ার্কবুক বিতরণ, নৈতিক ক্লাস পরিচালনা, ২টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ১টি সেমিনার সম্পন্ন করেছে ও ১টি নৈতিক শিক্ষাবার্তা প্রকাশ করেছে।

গত১২৯ সেপ্টেম্বর হযরত শাহ্ আলী মডেল হাইস্কুলে এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

গত ৯ সেপ্টেম্বর আহছানিয়া মহিলা মিশন উচ্চবিদ্যালয়ে এথিক্স অলিম্পিয়াড ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভা

লিটল ডাকলিংস্ সেন্টারে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডে শিক্ষার্থীরা

লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার এন্ড প্রি-স্কুল সেন্টার

সামিয়া তাসমিন

আজকের এই শিশুদের হাতেই থাকবে আগামী দিনের দেশ গড়ার দায়িত্ব। তারাই আমাদের উপহার দিবে সুন্দর ও সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২২ সালে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ বেড়ে হয়েছে ৪২ দশমিক ৬৮ শতাংশ, যা ৫ বছর আগে ছিল ৩৬ দশমিক ৩ শতাংশ। পরিবারে মা-বাবা দুজনেরই আছে চাকরি বা ব্যবসার ব্যস্ততা। নিজের শিশুর দেখাশোনা, তার প্রাক স্কুলশিক্ষা কিংবা স্কুলে আনা-নেওয়া, সময়মতো শিশুকে গোসল করানো ও খাবার খাওয়ানোর জন্য মায়ের মন সবসময় ব্যাকুল থাকে। বাড়িতে সন্তানের কাছে মন থাকে কিন্তু অফিসের দায়িত্ব আপনাকে টেনে নিয়ে যায়। তাই একজন মা যখন তার ছোট্ট শিশুটিকে কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার নিশ্চয়তা পান না, তখন চাকরি করার ইচ্ছাটাও তার মরে যায়। তিনি কাজের জন্য ঘরের বাইরে যেতে চাইলেও যেতে পারেন না। এজন্য আমরা প্রায়ই দেখি বা শুনি, অনেক চাকুরিজীবী মা শুধু সন্তানের কথা ভেবে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছেন। এটি খুবই পীড়াদায়ক। এভাবে কত শিক্ষিত মা যে ঝরে পড়ছেন তার হিসেব নেই! উন্নত বিশ্বে কর্মজীবী মায়েদের নির্ভরতার স্থান ডে-কেয়ার সেন্টার। উন্নত বিশ্বের মতো রাজধানী ঢাকাতে কর্মজীবী মায়েদের আস্থা এখন ডে-কেয়ার সেন্টারের উপর।

বাচ্চাকে সকালে ডে-কেয়ার সেন্টারে রেখে নিশ্চিন্তে যেতে পারেন অফিসে। ফেরার পথে আবার বাচ্চাকে নিয়ে ফিরতে পারেন। এই সময়ের ফাঁকে আপনার শিশুটির প্রতিদিনের কাজগুলো যেমন– গোসল, খাওয়া, পড়ানো, হোমওয়ার্ক করানো সবকিছুই তদারকি করবে ডে-কেয়ার সেন্টারের প্রশিক্ষিত শিক্ষক ও কেয়ার গিভারগণ। ভাবছেন এটা সম্ভব কি না? আসলেই কি সম্ভব!! হ্যাঁ সম্ভব!! আমরা গত ৫বছর যাবৎ সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও আন্তরিকতা নিয়ে অভিজ্ঞ টিচার ও কেয়ার গিভারের মাধ্যমে এ কাজটি করে আসছি। রাজধানীতে লিটল ডাকলিংকস ডে-কেয়ার একটি অন্যতম পরিচিত নাম। এছাড়াও নিজস্ব সেন্টারের বাইরে কর্পোরেট সেক্টরে বর্তমানে হামীম গ্রুপ, এ্যাপেক্স ফুটওয়ার কর্পোরেট অফিস, আইসিডিডিআরবি এবং বাংলাদেশ ফাইনান্সে ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার এন্ড প্রি-স্কুল এবং কর্পোরেট সেন্টারসহ স্টাফ সংখ্যা- ০৪ জন সেন্টার ম্যানেজার, ১৬ শিক্ষক, ১৯ কেয়ার গিভার, ০১জন এ্যাডমিন অফিসার- মোট: ৪০ জন স্টাফ।

লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার এন্ড প্রিস্কুলে ভর্তি

শিশু: ৬মাস থেকে ১২ মাস
টোডলার: ১২ থেকে ৩৬ মাস
প্রি-স্কুল: ০৩ বছর থেকে ০৫ বছর

সেন্টারের বৈশিষ্ট্য

প্রতিটি সেন্টার শিশুদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করে থাকে। আমাদের আছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনবল, সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, সম্পূর্ণ সেন্টার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত এবং সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণ সুবিধা। আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ কর্মীরা বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের সামাজিক, মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বিকাশে সহযোগিতা করে থাকে।

বিভিন্ন কার্যক্রম ও দিবস উদযাপন

লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার সেন্টারগুলোতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অভিজ্ঞ পুষ্টিবিদ দ্বারা খাবারের মেনু চার্ট করা হয়। বয়স অনুযায়ী শিশুদের বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে শারীরিক মানসিক বিকাশ নিশ্চিত করা হয়। এ ছাড়া রয়েছে লিখতে লিখতে শেখা কার্যক্রম, কুকিং ইভেন্ট, ড্রইং, গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকাসহ নানা কার্যক্রম। এ ছাড়া সেন্টারগুলোতে বড়দিন, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ২১ শে ফেব্রুয়ারি, পহেলা জানুয়ারি, পহেলা বৈশাখ, নারী দিবস, বিশ্ব শিশু দিবস ও শোক দিবসসহ সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন করা হয়।

লিটল ডাকলিংকস-এর কার্যক্রম সম্প্রসারণ

গত ১১ জুন ২০২৩ আইসিডিআরবির মহাখালী প্রধান কার্যালয় এবং লিটল ডাকলিংস্ ডেকেয়ারের মধ্যে ২ বছর মেয়াদি ডে-কেয়ার সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি পত্র সাক্ষরিত হয় এবং গত ২৩ জুন ২০২৩ এ্যাপেক্স ফুটওয়ার কর্পোরেট অফিস, গুলশান এবং লিটল ডাকলিংস ডেকেয়ারের মধ্যে ১ বছর মেয়াদি ডে-কেয়ার সেবা প্রদানের জন্য চুক্তি সাক্ষরিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠানে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজা, লিটল ডাকলিংস-এর টিম লিডার সামিয়া তাসমিন ও সেন্টার ম্যানেজারগণ।

এ্যাপেক্স ফুটওয়ার কর্পোরেট অফিস, গুলশানে ডে-কেয়ার সেবা প্রদানের জন্য লিটল ডাকলিংস ও এ্যাপেক্স ফুটওয়ারের মধ্যে চুক্তি সাক্ষর

যোগাযোগ

লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার এন্ড প্রিস্কুল সেন্টার
বাড়ি নং-১৫, রোড নং-১২(নতুন)
ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-২০৯
যোগাযোগ: ০১৭৫৫৫৮৩৭১৫

সামিয়া তাসমিন, টীম লিডার, লিটল ডাকলিংকস্ ডে-কেয়ার এন্ড প্রি-স্কুল সেন্টার

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যুরোর মহাপরিচালক ড. মো. আবুল কালাম আজাদ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের উদ্যোগে প্রধান কার্যালয় ও প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এবারের প্রতিপাদ্য ছিল "পরিবর্তনশীল ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সাক্ষরতার প্রসার"।

রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ মিশন অডিটোরিয়ামে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যুরোর মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মো. আবুল কালাম আজাদ। অনুষ্ঠানে মূল আলোচক ছিলেন গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরিফুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এএফএম গোলাম শরফুদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (যুগ্ম সচিব), প্রশাসন, অর্থ ও বাস্তবায়ন মু. নুরুজ্জামান শরীফ, এনডিসি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা ও টিভিইটি সেক্টরের যুগ্ম পরিচালক মো. মনিরুজ্জামান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পড়তে, লিখতে, অনুধাবন ও গণনা করতে পারার পাশাপাশি মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারাকে বর্তমানে সাক্ষরতার সংজ্ঞা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। চলতি বছরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের উদ্যোগে ৬২ হাজার বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরেপড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্প এলাকাগুলোর মধ্যে রাজধানীর মিরপুর, মোহাম্মদপুর, কমলাপুর, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর ও কিশোরগঞ্জের মিঠামইন উপজেলায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

মিরপুর এলাকা

কাপ-আপ প্রকল্পের কর্মএলাকা রাজধানীর মিরপুরে আলোর পথে, জ্যোতি ইউসিএলসি'র উদ্যোগে ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ পালন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি, আলোচনা সভা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউসিএলসির শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সিএমসি কমিটির সদস্য, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রতিনিধিগণ।

মোহাম্মদপুর এলাকা

কাপ-আপ প্রকল্পের কর্মএলাকা রাজধানীর মোহাম্মদপুরে দিসবটি পালন উপলক্ষ্যে হাতের লেখা ও রচনা প্রতিযোগিতা, র‍্যালী, ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সিএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষিকাসহ প্রায় ৩০০ জন নারী-পুরুষ উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

নীলফামারীর সৈয়দপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত র‍্যালি

সৈয়দপুর এলাকা

এদিকে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর কর্মএলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের নেতৃত্বে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টর পরিচালিত কাপ-আপ প্রকল্প একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। উক্ত শোভা যাত্রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়সাল রায়হান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জাকির হোসেন সরকারসহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। দিবসটি উদযাপনে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২৮৭ জনের অধিক ব্যক্তিবর্গ উক্ত দিবস উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন।

কমলাপুর এলাকা

পথশিশুদের দিয়ে অধিকার নিশ্চিতকল্পে পরিচালিত অধিকার প্রকল্প কমলাপুর রেল স্টেশনে বসবাসরত পথশিশুদের নিয়ে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপন করে। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে পথশিশুদের নিয়ে খেলা-ধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, র‍্যালি এবং আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে এলাকার বিশিষ্ঠ ব্যাক্তিবর্গ, প্রকল্পের কর্মী ও স্থানীয় প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

মিঠামইন এলাকা

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের Innovative Wetland Education Provision প্রকল্প ও উপজেলা পরিষদ আয়োজিত আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০২৩ অনুষ্ঠানে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় পর্যায়ে অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় কর্মশালা

মতবিনিময় কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'Building Disaster Resilient Communities in Flood Affected Areas in Sunamgonj, Bangladesh' প্রকল্পের উদ্যোগে ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শনিবার রাজধানীর গুলশানস্থ হোটেল লেক ক্যাসেল-এ জাতীয় পর্যায়ে একটি অভিজ্ঞতা ও মতবিনিময় সংক্রান্ত কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) মো. মিজানুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক নিতাই চন্দ্র দে সরকার ও নাহাবের চেয়ারপার্সন বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রফিকুল আলম। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 'গিভ টু এশিয়া'র বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কান্ট্রি এ্যাডভাইজর তৌফিক আহমেদ খান। প্রকল্পের অর্জন ও প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যুগ্ম পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলম। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন রুরাল এ্যাডভ্যান্সমেন্ট সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক ধ্রুপদ চৌধুরী নূপুর।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি বলেন, দুর্যোগ বিষয়টিকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পাশাপাশি এ প্রক্রিয়ায় সমাজের বিত্তবান ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় আমাদের সক্ষমতা যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু ভূমিকম্প ও বজ্রপাত মোকাবেলায় আমরা মোটেও প্রস্তুত নই।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি সুনামগঞ্জ জেলার বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ফতেহপুর ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মএলাকায় ঝুঁকি নিরূপণ, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, এক্টরসদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ প্রস্তুতি নিয়ে সচেতনতা তৈরি করাসহ ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা। পাশাপাশি ফতেহপুর ইউনিয়নের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের ব্যবস্থা করা এই প্রকল্পের অন্যতম সাফল্য। কর্মশালায় ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ, টিভিইটি সেক্টর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বর্তমানে ঢাকায় ৪টি, গাজীপুরে ২টি এবং যশোরে ১টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত স্বল্প-শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের আরএমজি, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, আইটি ও ইনফরমাল সেক্টরে বিভিন্ন অকুপেশনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশেষ করে আহম্মেদ আহসানুল মুনির (ব্যক্তিগত দাতা)-এর আর্থিক সহায়তায় ঢাকা শহরে ৩টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রশিক্ষণ চলমান। ইনষ্টিটিউটগুলো হলো- ক) আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা খ) আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দ সাদাত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, শ্যামলী, ঢাকা গ) আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, পল্লবী, ঢাকা। এই তিনটি সেন্টারে মোট ১৮০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। ১০০ জন গ্রাজুয়েটের মধ্যে ৮১ জনের চাকরি প্রদান করা হয়েছে এবং বাকীদের চাকরি দেয়ার জন্য চেষ্টা চলছে।

অন্যদিকে কর্মজীবী নারী সংস্থার আর্থিক সহায়তায় 'এম্পাওয়ারমেন্ট অব আরবান উইমেন্স ওয়ার্কার টু এনগেজ ইন ডিসেন্ট ওয়ার্ক প্রকল্পে' টেইলরিং এন্ড ড্রেসমেকিং, বিউটি কেয়ার, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং বেসিক কম্পিউটার এন্ড গ্রাফিক্স ডিজাইনে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মোট ৬০জন প্রশিক্ষণার্থীকে ভিটিআই মিরপুর এবং পল্লবীতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ করা হয়েছে।

ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় 'স্কীল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং অন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন' প্রকল্পে চট্টগ্রামে কর্ণফুলী এরিয়া প্রোগ্রামে সুবিধাবঞ্চিত তরুণীদের ২টি আউটরিচ সেন্টারে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ২ মাস মেয়াদী ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেশন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান শেষে তাদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

রোটারী ক্লাব ঢাকা পশ্চিম-এর আর্থিক সহায়তায় আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দ সাদাত আলী মেমোরিয়াল এডুকেশন অ্যান্ড ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার, শ্যামলী, ঢাকা এবং আহ্ছানিয়া মিশন ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিলড্রেন, পল্লবী, ঢাকাতে ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেন এন্ড মেইনট্যানেন্স এবং সুইং মেশিন অপারেশনে মোট ২০ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয়

রাজধানীর কমলাপুরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত অধিকার স্ট্রিট এন্ড ওয়ার্কিং চিলড্রেন আউটরিচ প্রজেক্টের উদ্যোগে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার ১৭ আগস্ট ২০২৩, অধিকার বেইজ অফিস, কবি জসিম উদ্দিন রোড এবং কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে এই কর্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এই আয়োজনে শতাধিক সুবিধাবঞ্চিত শিশুর রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়।

এই কার্যক্রমের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মফিজুর রহমান বাদল। তিনি বলেন, 'প্রতিটি শিশুরই সমান অধিকার রয়েছে এই পৃথি বীর কাছে। সুবিধাবঞ্চিত এই শিশুদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় সত্যিই একটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ। আমরা সুন্দর একটা দেশ চাই। সবাইকে আহবান করবো সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য এগিয়ে আসার জন্য। আমাদের সুন্দর পৃথিবী গড়তে এটি খুব প্রয়োজন।'

অধিকার প্রকল্পের সেন্টার ম্যানেজার তাহেরা ইয়াসমীন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে কমলাপুর স্টেশন কেন্দ্রিক শিশুদের নিয়ে কাজ করছি। আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই শিশুদের জন্য অল্প একটু হলেও সবার এগিয়ে আসা উচিত। আমরা চাইনা কোনো শিশুই পথে থাকুক। প্রত্যেকে তাদের অধিকারপ্রাপ্ত হোক। সুন্দর একটি দেশ, একটি পৃথিবী হোক আমাদের।'

আয়োজনে সহায়তা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের বাঁধন ইউনিট, স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের গ্রুপ আলোর পথ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারুণ্যের আলো এবং রক্তের স্পন্দন।

উল্লেখ্য, ইউনিসেফের এক জরিপ মতে, বাংলাদেশে ১০ লক্ষের বেশি পথশিশু রয়েছে। এদের বেশিরভাগই চরম দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগ, নিরক্ষরতা ও সহিংসতাসহ নানা বঞ্চনার শিকার। তাদের জীবনমান অত্যন্ত নাজুক। এ শিশুদের প্রতি তিনজনের মধ্যে প্রায় একজন (৩০ শতাংশের বেশি) জীবনের সবচেয়ে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা, যেমন ঘুমানোর জন্য বিছানা এবং নিরাপত্তা ও স্বস্তির জন্য দরজা বন্ধ করে রাখা যায় এমন একটি ঘর থেকে বঞ্চিত। তারা পাবলিক বা খোলা জায়গায় থাকে ও ঘুমায়। প্রায় অর্ধেক শিশু মাটিতে ঘুমায় শুধু একটি পাটের ব্যাগ, শক্ত কাগজ, প্লাস্টিকের টুকরো বা একটি পাতলা কম্বল নিয়ে।

রাজধানীর কমলাপুরে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কার্যক্রম

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. খাইরুল আলম শেখ যশোরে অবস্থিত ঠিকানা হোমের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

যশোরের ঠিকানা হোম পরিদর্শনে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব

৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. খাইরুল আলম শেখ যশোরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত ঠিকানা হোমের সার্বিক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় আরো উপস্থিত ছিলেন- উইনরক ইন্টারন্যাশনালের চিফ অব পার্টি সুজান স্টেম্পার, ডেপুটি চিফ অব পার্টি এইচ এম নজরুল ইসলাম, ম্যানেজার মো. মজিবুর রহমান, ম্যানেজার মো. নজরুল ইসলাম দীপ্ত ও ডকুমেন্টেশন অফিসার সুমন গোমেজ।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- রাইটস এন্ড গর্ভন্যান্স সেক্টরের টীম লিডার শেখ মহব্বত হোসেন, ঠিকানা হোম ম্যানেজার শাহনাজ পারভিন, ডাম-এফএসটিআইপি প্রকল্পের প্রকল্প সমন্বয়কারী এম এম রেজা লতিফ ও কাউন্সেলর খাদিজা খাতুন।

এসময় শেখ মহব্বত হোসেন ঠিকানা হোমের প্রতিষ্ঠাকালসহ হোমের সারভাইভার রেসকিউ, শেল্টার সার্ভিস, চিকিৎসা, লিগ্যাল সার্ভিস ইত্যাদি প্রক্রিয়াসহ সার্বিক কার্যক্রম বর্ণনা করেন এবং তিনি অতিরিক্ত সচিবের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রকল্পের কাউন্সেলর খাদিজা খাতুন হোমের কেস ম্যানেজমেন্ট ও কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

অতিরিক্ত সচিব মো. খাইরুল আলম শেখসহ পরিদর্শন দলের অন্যান্য সদস্যরা ঠিকানা হোম ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং পাচারের শিকার ও বাল্যবিবাহের শিকার সারভাইভারদের সাথে কথা বলেন। এসময় তারা এই হোমের সার্বিক কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটির আরো সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে পাচারকৃত নারীদের উদ্ধার ও তাদের সমৃদ্ধ জীবন গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখবে বলে তিনি প্রত্যাশা করেন। এসময় তার মন্ত্রণালয় থেকে এসকল কাজের জন্য সার্বিক সহযোগিতারও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

বৃক্ষারোপন কর্মসূচিতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালকসহ শিক্ষা সেক্টরের কর্মকর্তারা

শিক্ষা সেক্টরের বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের সহকর্মী এবং শিক্ষার্থীরা মিলে নিজ নিজ বাড়ি ও শিখন কেন্দ্রের আশেপাশে বিভিন্ন ধরণের ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ রোপণ করেছেন। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানে সিএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ, অভিভাবকগণ ও কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকেছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক, কাপ-আপ প্রকল্পে ডোনার প্রতিনিধিগণ, জয়েন ডিরেক্টর-এডুকেশন এন্ড টিভিইটি এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক, কাপ-আপ উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপন ও শিশুদের মাঝে বৃক্ষের চারা বিতরণ করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন ফলদ গাছ, বনজ গাছ ও ঔষধি গাছসহ অন্যান্য গাছের চারা বিতরণ ও রোপন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আমাদের সমাজে একশ্রেণির অসচেতন ব্যক্তি রয়েছে, যারা কারণে অকারণে বৃক্ষনিধন করে চলে। এদের বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে বৃক্ষনিধন বন্ধ হয়। এছাড়া নিরক্ষর লোকদের বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে সচেতন করে তুলতে হবে যাতে পরিবেশে বৃক্ষের গুরুত্ব সম্পর্কে তারা অবগত হয়। এভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির গ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষনিধন রোধ সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। এই বিষয়ে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

এলাকাভিত্তিক মোট গাছ রোপণ করার তথ্য

প্রকল্পের নাম	গাছ রোপণ এলাকা	মোট গাছ রোপণ
কাপ-আপ প্রকল্প	মিরপুর, ঢাকা	৫০০
	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১৬৮০
	সৈয়দপুর, নীলফামারী	২৬৭৮
আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্প	নারায়ণগঞ্জ	২৫৫০০
	চট্টগ্রাম	৩৭৮০০
ইষ্ট আলোকন প্রকল্প	মিরপুর, ঢাকা	৫০
	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	১১৭
ডিআইসি প্রকল্প	মোহাম্মদপুর, ঢাকা	০
	যাত্রাবাড়ি, ঢাকা	১৮
অধিকার প্রকল্প	কমলাপুর, ঢাকা	২০
আইডব্লিউইপি প্রকল্প	কিশোরগঞ্জ	২০০
	মোট	৬৮৫৬৩

ডিএফইডি'র বার্ষিক অগ্রগতি ও সমন্বয় সভা

২৪ জুলাই ২০২৩ ডাম ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট (ডিএফইডি)'র রাজশাহী ও পঞ্চগড় জোনের 'বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা সঞ্চালনা করেন ডিএফইডি'র রাজশাহী জোনের জোনাল ম্যানেজার মো. জিয়াউল আহ্সান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ডিজিএম আর এম ফরহাদ, রাজশাহী ও পঞ্চগড় জোনের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ।

এছাড়াও গত ২৩ জুলাই ডিএফইডি'র ঢাকা ও চট্টগ্রাম জোনের 'বার্ষিক অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমন্বয়সভা' ডিএফইডি'র সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় সমন্বয়সভায় উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন ডিএফইডি'র সিইও মো. আসাদুজ্জামান। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ও চট্টগ্রাম জোনের সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, এরিয়া ম্যানেজার, জোনাল ম্যানেজার ও প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ।

সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায়

পথনাটক 'মইরমের বিয়ে'

নীলফামারীর সৈয়দপুর পৌরশহরের বস্তি এলাকায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষার্থীদের অভিনয়ে জনসচেতনতামূলক পথনাটক 'মইরমের বিয়ে' পরিবেশিত হয়। গত ৬ আগস্ট ২০২৩ পৌরশহরের হাতিখানা ক্যাম্প এলাকার ইমামবাড়া চত্বরে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কাপ-আপ প্রকল্পের শিখন কেন্দ্র স্বপ্নসিঁড়ি ডাম ইউসিএলসির শিক্ষার্থীরা এ পথনাটক পরিবেশন করেন। সৈয়দপুর ফিল্ডের ব্যবস্থাপক মো. আসাদুল্লাহ জানান, সৈয়দপুরের বস্তি এলাকায় কম বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাল্যবিয়ের প্রবণতা বেশি। এ সমস্যা উত্তরণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সৈয়দপুর ফিল্ডের আওতায় শিখন কেন্দ্রের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা পৌরশহরের বিভিন্ন বস্তি এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে পথনাটক করে।

সৈয়দপুরে কাপ-আপ প্রকল্পের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় জনসচেতনতামূলক পথনাটক

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ পালন

১৫ আগস্ট ২০২৩ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালন করেছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। মিশনের প্রধান কার্যালয়, বিভিন্ন প্রকল্প ও প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা, জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, দোয়া মাহফিলসহ ভিন্ন ভিন্ন আয়োজনের মধ্যদিয়ে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

এ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ধানমন্ডিস্থ প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. কাজী শরীফুল আলম, নির্বাহী পরিচালক সাজেদুল কাইয়ূম দুলাল, সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন, জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক কাজী আলী রেজাসহ অন্যান্যরা। বক্তারা বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এদেশেরই কিছু দুস্কৃতকারীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন তিনি ও তার পরিবারবর্গ। এ দেশ এ জাতি তাঁর অবদানের জন্য অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে তাঁকে চিরকাল স্মরণ করবে।

আহ্ছানিয়া মিশন স্কুল এন্ড কলেজ কতৃক ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী যথাযথ মর্যাদায় পালন উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

দিবসটি উপলক্ষে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল এবং আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে রাজধানীর উত্তরার হসপিটাল প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় 'আলোচনা ও স্মরণ সভা'। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত রংধনু চিহ্নিত সকল নগর মাতৃসদন ও নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়। কুমিল্লাতে এ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরফানুল হক রিফাত এবং কাউন্সিলরবৃন্দ। অন্যান্য কেন্দ্রসমূহে দিনব্যাপী এ কার্যক্রমের পাশাপাশি বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরের উদ্যোগে শ্যামলীস্থ স্বাস্থ্যসেক্টরের প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য সকল শাখা অফিসে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদার সাথে দিবসটি পালন করা হয়।

ঢাকা আহছানিয়া মিশনের শিক্ষা সেক্টরের কাপ-আপ প্রকল্প, ইস্ট আলোকন, ডিআইসি, অধিকার, আইডব্লিউইপি, আউট অব স্কুল প্রোগ্রাম, শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে দিবসটি পালনের জন্য বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ঢাকা জেলার মিরপুর, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী, কমলাপুর ফিল্ড অফিস, কিশোরগঞ্জের মিঠামইন, নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর এবং নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন ফিল্ড অফিস একযোগে বিভিন্ন কার্যক্রমের আয়োজন করে।

কার্যক্রমের মধ্যে ছিল- মাহফিল, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভা। উক্ত আয়োজনে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, অভিভাবক, সিএমসি কমিটির সদস্যবৃন্দ, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকাগণ অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান প্রদানের জন্য তারা বর্তমান শিক্ষকদের অনুরোধ জানান। তারা আরো বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে হৃদয়ে রাখতে হবে।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ও দোয়া মাহফিল

কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন

আহ্ছানিয়া মিশন মেডিকেল কলেজের উদ্যোগে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী পালন করা হয়।

পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ (ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী) পালন

যথাযোগ্য মর্যাদা ও তাজিমের সাথে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয়ে পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহম্ (ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী) পালন করা হয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, পীরকেবলা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এঁর অনুসৃত এই পূত পবিত্র অনুষ্ঠানে বরাবরের ন্যায় এবারও বিশ্বনবীর জীবন আদর্শ আলোকপাত করে আলোচনা ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফীজম-এর সাবেক পরিচালক ও সাবেক জেলা ও দায়রা জজ আলহাজ্জ মো. ইসমাইল মিঞা। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. আবু তৈয়ব আবু আহমেদ, প্রফেসর ড. কাজী শরীফুল আলম, ড. গোলাম রহমান ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এ.এফ.এম গোলাম শরফুদ্দিন।

পবিত্র ফাতেহা দোয়াজ্ দহমের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উল্লেখ্য করে অনুষ্ঠানে বক্তারা আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, ঐদিন বাদ আছর গ্যারুই শরীফ উপলক্ষ্যে একই স্থানে মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হয়।

শোক সংবাদ

গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ এই সময়ে মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবারের সাথে বিভিন্ন সময় যুক্ত ২ জন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি পরলোক গমন করছেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার পক্ষ থেকে তাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হচ্ছে ও তাদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হচ্ছে।

কাজী নিজামুল আলম

কাজী নিজামুল আলম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আজীবন সদস্য ও বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাবেক উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা কাজী নিজামুল আলম ১৯ আগস্ট ২০২৩ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই কন্যা, এক পুত্র ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

মুহাম্মদ জেলকদ আলী

মুহাম্মদ জেলকদ আলী

রাজধানীর চানখারপুলস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টর পরিচালিত ড্রপ-ইন সেন্টার (ডিআইসি) ম্যানেজার মুহাম্মদ জেলকদ আলী গত ১৩ জুলাই ২০২৩ ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি .... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের স্বাস্থ্যসেক্টরসহ মিশন পরিবার গভীরভাবে শোকাহত ও মর্মাহত।

মাদক নির্ভরশীলদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ

আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের আয়োজনে গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩, রবিবার রাজধানীর শ্যামলীস্থ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য সেক্টরের সভাকক্ষে নারীদের চিকিৎসা পরবর্তী পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়।

কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) ও (অতিরিক্ত দায়িত্ব, নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা) মো. মাসুদ হোসেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঢাকা মেট্রো (দক্ষিণ) অতিরিক্ত পরিচালক মো. মজিবুর রহমান পাটোয়ারী। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন স্বাস্থ্য ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক ইকবাল মাসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভোকেশনাল ট্রেনিংয়ের টিম লিডার মো. আব্দুস সাদিক ও প্রশিক্ষক রুমানা রহমানসহ আহ্ছানিয়া মিশন নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ থাকা নারী রিকোভারীরা।

রান্নার কোর্স দিয়ে শুরু হয়েছে এই কারিগরি প্রশিক্ষণ। পরবর্তীতে কোর্সে আরো সংযুক্ত হবে বিউটিফিকেশন বা পার্লার কোর্স, সেলাই কোর্স ইত্যাদি।

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটাল

মিরপুর, ঢাকা।

(ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

প্লট নং-এম-১/বি এবং এম-১/সি, সেকশন-১৪, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সড়ক, মিরপুর, ঢাকা-১২০৬।

ফোন: ৪৮০৪০১২৮, ৫৮০৫৫৯৬২, ৫৮০৫৩০৯১, ০১৭৩২-১৪৮৯১৯, ০১৭৬২-০২৯৫২৬

E-mail: amcgh.mirpur@gmail.com, Website: http://www.ahsaniacancer.org

আমরা আপনার স্বাস্থ্যসেবায় ২৪ ঘন্টা নিয়োজিত

- গরীব রোগীদের জন্য বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ
- ২৪ ঘণ্টা জরুরি বিভাগ এবং মিনি অপারেশন থিয়েটারে অপারেশনের ব্যবস্থা
- জরুরি বিভাগে প্রয়োজনে অনকল বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণের ব্যবস্থা
- হাসপাতালের ওয়ার্ড, কেবিন ও পি.সি.ইউ-তে ২৪ ঘণ্টা রোগী ভর্তির ব্যবস্থা
- অত্যন্ত স্বল্পমূল্যে আই.সি.ইউ-তে সেবা গ্রহনের ব্যবস্থা
- অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অনকোলজিস্টের পরামর্শ ও চিকিৎসায় ক্যান্সার রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
- প্রায় সার্বক্ষণিক কার্ডিওলজী, মেডিসিন ও সার্জারী বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ
- স্ত্রীরোগ বিভাগে গাইনী অপারেশন এবং ডেলিভারী ও সিজারের ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানের কেমোথেরাপী ডে-কেয়ার সেন্টার
- ২টি আধুনিক অপারেশন থিয়েটারে, জেনারেল সার্জারী, অনকোসার্জারী, অর্থোপেডিক,
- ই.এন.টি ইত্যাদি বিষয়ের সার্বক্ষণিক অপারেশনের ব্যবস্থা
- স্বল্পমূল্যে ইকোকার্ডিওগ্রাফীসহ ফুল-বডি চেকআপের ব্যবস্থা

মিরপুর আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হসপিটালে আপনাকে স্বাগতম

শিক্ষানগরী রাজশাহীতে প্রথম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

আহ্ছানিয়া মিশন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

AHSANIA MISSION UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ইউজিসি অনুমোদিত, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি প্রতিষ্ঠান)

টিউশন ফির ৭৫% ছাড়ে

ভর্তি চলছে

প্রোগ্রামের নাম:

- **B.Sc. in Civil Engg.**
- **B.Sc. in CSE**
- **B.Sc. in EEE**
- **BA in English**
- **BBA**
- **EMBA**

"A Sister Concern of Ahsanullah University of Science & Technology, Dhaka"

৫৪/১-২, মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬
www.amust.ac.bd, email: amust.dam@gmail.com
মোবাইল: ০১৬০১৭৮৪৩২৩, ০১৬১৬৬৬১৮৭১

আহ্ছানউল্লা ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি

AHSANULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLY

(Sponsored by the Dhaka Ahsania Mission and approved by the Government of the People's Republic of Bangladesh)

Ahsanullah University of Science and Technology is engaged in developing human resources in the fields of science, engineering, technology and business to meet the ever-changing needs of the society in the perspective of the highly complex and globalized world. The curricula of the university are designed to produce quality graduates imbued with the spirit of ethical values and equipped with knowledge and skills appropriate to their professional fields. AUST was founded by the Dhaka Ahsania Mission, a non-profit voluntary organization established in 1958 by Khan Bahadur Ahsanullah, an outstanding educationist and social reformer of the subcontinent.

Offered programs : B.Sc.in Civil Engg,B.Sc in Computer Science and Engg, B.Sc in Electrical and Electronic Engg, B.Sc in Textile Engg,B.Sc in Mechanical Engg, B.Sc in Industrial and Production Engg, B. Arch, B.B.A, M.Sc in Civil Engg, M.Sc in Electrical and Electronic Engg,M. Arch,M.Sc in Mathematics, EMBA and M.B.A

Details our website : www.aust.edu

10617

মিশন বার্তার নতুন পথচলায় আমাদের

শুভকামনা

দেশের অন্যতম প্রধান বেসরকারি
এই হাসপাতালে দেশবরেণ্য বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে কম খরচে
ক্যান্সারসহ সব ধরনের রোগের
আন্তর্জাতিক মানের চিকিৎসা সেবার
নিশ্চয়তা

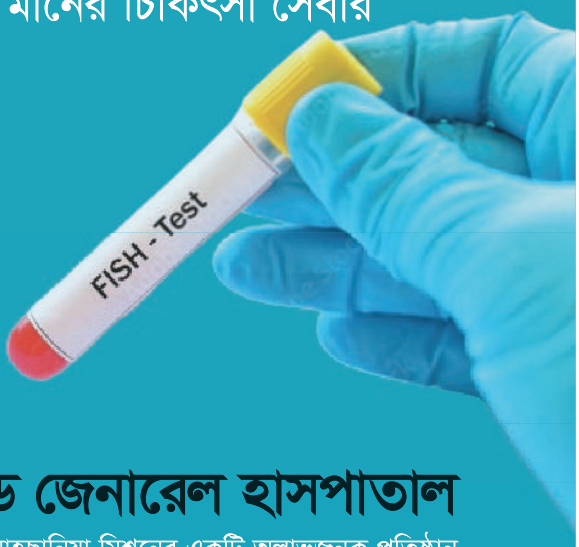

আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার এন্ড জেনারেল হাসপাতাল

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান

প্লট-০৩, এম্ব্যাংকমেন্ট ড্রাইভওয়ে, সেক্টর-১০, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০

+৮৮০২- ৫৫০৯২১৯৬-৭ ০১৮৪৭ ৩৫৯২০১ www.amcghbd.org info@amcghbd.org /ahsaniacancer

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা
রেজিঃ নং ৬০/৭৯ ॥ বর্ষ ৪৫ ● সংখ্যা ৩ ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩

অগ্রযাত্রার ১৫ তম বর্ষে আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীর
প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

আমাদের শরিয়াহ্ ভিত্তিক সেবাসমূহ

আমানত সেবাসমূহ ঃ

=> আল ওয়াদিয়া হজ্ব সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা সঞ্চয় হিসাব
=> মুদারাবা মাসিক হজ্ব সঞ্চয় হিসাব (১-৩০ বছর)
=> মুদারাবা মাসিক সঞ্চয় হিসাব (১-১৫ বছর)
=> মুদারাবা মেয়াদী আমানত হিসাব (৩ মাস/৬ মাস ও ১-৩ বছর)
=> মুদারাবা মুনাফা উত্তোলনযোগ্য মেয়াদী আমানত হিসাব (১-৩ বছর)
=> মুদারাবা দ্বিগুন মুনাফা ভিত্তিক মেয়াদী আমানত হিসাব

অর্থায়ন সেবাসমূহ ঃ

=> হজ্ব পালনে অর্থায়ন
=> ব্যক্তিগত ও বাণিজ্যিক বাড়ি/ফ্ল্যাট/ফ্লোর নির্মাণ, ক্রয় ও সংস্কারের জন্য অর্থায়ন
=> আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী ক্রয়ে অর্থায়ন
=> বাণিজ্যিক ও ব্যক্তিগত গাড়ি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> শিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অর্থায়ন
=> ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চলতি মূলধনে অর্থায়ন
=> ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি খাতে অর্থায়ন ইত্যাদি

১৫ বছরের পথচলায়
সেবার মানে আমরা আরও একধাপ এগিয়ে

Save for Hajj. হজ্বের জন্য সঞ্চয়

হজ্ব ফাইন্যান্স কোম্পানী লিমিটেড
(বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শরিয়াহ্ ভিত্তিক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান)
প্রধান কার্যালয়ঃ ৭২, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোনঃ ৫৭১৬৪৬৭২, ৪৭১১৯৩৮৮
www.hajjfinance.net

CELEBRATING 15 TH ANNIVERSARY (2007 - 2022)

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী : বছরে যে কোন সময় আহ্ছানিয়া মিশন বার্তার গ্রাহক হওয়া যায়। প্রতি সংখ্যার মূল্য ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা।
সম্পাদক, আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি-১৯, সড়ক-১২, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯, ফোন : ৫৮১৫৫৮৬৯, ৯১২৭৯৪৩, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০